৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ৯ শ্রাবণ – ১৫ শ্রাবণ, ১৪২৭ ঃ ২৫ জুলাই – ৩১ জুলাই, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 38, 25 July - 31 July, 2020 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দাম কমল

❑ছাপা, বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণে বর্তমান লকডাউন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আলিপুর বার্তার পৃষ্ঠা কমিয়ে চারপাতা করতে হয়েছে। খরচের বোঝা সত্ত্বেও পাঠকের সুবিধার্থে এই সংখ্যা থেকে পুণরায় আট পাতা না হওয়া পর্যন্ত পত্রিকার দাম ৩টাকা থেকে কমিয়ে ২টাকা করা হল।

দেখুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউ টিউব চ্যানেল

ALIPUR BARTA

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : জঙ্গি সংগঠন জেএমবি-র নারী বাহিনীর এক

সদস্যাকে গ্রেফতারের পর চোখ কপালে উঠেছে বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের। জানা গিয়েছে এ বঙ্গের হুগলির ধনিয়াখালি থানার কেশপুর গ্রামের হিন্দু মেয়ে প্রজ্ঞা দেবনাথ ধর্মান্তরে হয়েছে জঙ্গি আয়েশা জান্নাত মোহনা ওরফে জান্নাতুত তাসলিম।

রবিবার : অস্বাভাবিক বাড়তি বিদ্যুৎ বিল নিয়ে সিইএসসি-র

বিজ্ঞাপনী ব্যাখ্যায় খুশি নন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী থেকে কলকাতাবাসী। বিরোধীরাও বিদ্যুৎ বিলকে হাতিয়ার করে নেমে পড়েছে রাস্তায়। বিভ্রান্তি কাটছে না কিছুতেই।

সোমবার : সারা দুনিয়া করোনা ও তার প্রতিষেধক আবিষ্কার নিয়ে

ব্যস্ত থাকলেও পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই। এর আগে শনিবার জম্মু-কাশ্মীরের রজৌরিতে তিন নিরীহ বাসিন্দাকে হত্যা করার পর রবিবার পাক ল্যান্ডমাইনে মৃত্যু হল এক জওয়ানের।

মঙ্গলবার : কনটেনমেন্ট জোনে লকডাউন থামিয়ে রাখতে পারছে না

রাজ্যের কোভিড সংক্রমণ। প্রতিদিন রেকর্ড হচ্ছে সংখ্যার। তাই সপ্তাহে দুদিন রাজ্যে পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করলেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব।তবে এমন লকডাউনের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছে বঙ্গবাসী।

বুধবার : নামে শহিদ দিবস হলেও কালীঘাট থেকে ভার্চুয়াল

ভাষণে আগামী নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন সারাজীবন ধরে ফ্রি রেশনের প্রতিশ্রুতি। বিরোধীরা অবশ্য প্রশ্ন করেছেন কেন এখনও শাস্তি পেল না ২১ জুলাইয়ের দোষীরা?

বৃহস্পতিবার : করোনা ভাইরাস ক্রমশ চিনিয়ে দিচ্ছে সমাজে থাকা

মানুষরূপী জানোয়ারদের। শুধু সংক্রমণের ভয়ে কোভিড যোদ্ধাদের পরিবারকে পড়তে হচ্ছে লাঞ্ছনার কবলে। দাবি উঠেছে এদের শাস্তির।

শুক্রবার : আদি গঙ্গার দূষণ কমাতে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

কিছুতেই তার প্রোগ্রেস রিপোর্ট দিচ্ছে না কলকাতা পুরসভা, কলকাতা মেট্রো রেল ও ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা। ২৮ আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট না দিলে এদের শাসতি হবে বলে জানিয়ে দিল পরিবেশ আদালত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

একুশের সাফল্য ফিকে ডোমজুড়ে

ওঙ্কার মিত্র : ২১ জুলাই আসলে কার জয় পতাকা বহন করে তা নিয়ে এখনও ধন্দ কাটে নি বঙ্গবাসীর। সিপিএম বলে, জ্যোতিবাবু সেদিন দেখিয়েছিলেন কড়া হাতে কিভাবে জঙ্গি আন্দোলন দমন করতে হয়। দেখিয়েছিলেন কঠোর বাম শাসনের নমুনা। কারণ এর পরেও তিনটি নির্বাচনে বিপুল জনসমর্থনে ক্ষমতায় ফেরে বামফ্রন্ট। এখন তো সিপিএম নেতারা আরও গলা চড়িয়েছেন। কারণ, তৃণমূল তাদের ৯ বছরের শাসনে কমিশন করেও কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে নি। বরং সেদিনকার স্বরাষ্ট্রসচিব তৃণমূলে রত্ন হয়ে বিরাজ করছেন। আবার কংগ্রেস বলে ২১ জুলাইয়ের জয় তাদেরই। সেদিন কংগ্রেস পতাকাই দেখিয়েছিল দোর্দণ্ডপ্রতাপ বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে কিভাবে আন্দোলন করা যায়। কিন্তু বাম-কংগ্রেসের সব আলো নিজের দিকে ঘুরিয়ে সেদিনের কংগ্রেসী আজকের তৃণমূলী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করে নিয়েছিলেন নিজের লড়াকু ইমেজ। যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় মূলধন হয়ে উঠেছে। ১৯৯৩ সালের পর থেকে প্রতিবছর সেই মূলধনের সুদ তিনি তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করছেন। ক্ষমতায় আসার পর সে সুদ আরও বেড়েছে। এই মূলধনের জেরেই শোক দিবসের নামে বাৎসরিক উৎসবের ভঙ্গিমায় যেভাবে তিনি দিনটিকে পালন করেন তা দলের মার্গ দর্শন সভায় পরিণত হয়েছে।

অ্যাকচুয়াল না হলেও ভার্চুয়াল ২১ জুলাই মঞ্চে এবারও সেই দিক নির্দেশের অভাব ঘটে নি। আগের দিন মঞ্চ বাঁধা, জায়েন্ট স্ক্রিন লাগানো, পরদিন সকাল থেকে চেয়ার সাজানো, মাইক বাঁধা, লোক বসানো, কোনও কিছুরই অভাব ছিল না। অন্যান্যবার স্থানীয় নেতারা বাস, গাড়ি জোগাড় ও মিছিল সংগঠিত করতেন। এবার বাড়তি

দায়িত্ব ছিল দলনেত্রীর বক্তৃতার আগে প্রস্তুতি ভাষণে লোক বসিয়ে রাখার। দিনভর নানা প্রস্তুতির পর অবশেষে কালীঘাটের মঞ্চে উদ্ভাসিত হলেন তৃণমূলের একম্ অদ্বিতীয়ম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবছরের পরিচিত সেই টেম্পো না থাকলেও ধূসর রঙের ২১ জুলাই মার্কা ব্যাকগ্রাউন্ডের সামনে দলকে চাঙ্গা করতে কসুর করেন নি নেত্রী। তাঁর সরকারের একের পর এক সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন। বাংলা কিসে কিসে প্রথম স্থান অধিকার করেছে তার তালিকা দিয়েছেন। বিরোধী বিশেষ করে দলীয় প্রধান হিসাবে প্রত্যাশিত বক্তৃতাই রেখেছেন তিনি।

কিন্তু দলের মার্গদর্শন? প্রতিবার সারা বছরের নানা ঘটনার উপর দলনেত্রীর লাইভ মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন দলীয় কর্মীরা। তার উপর তাদের আগামী কার্য্যকলাপ নির্ভর করে। কোনওবার তিনি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বলেন হয় সিন্ডিকেট করো নয়তো তৃণমূল করো। কোনওবার কাটমানির বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে তা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। সিন্ডিকেট বা কাটমানি নির্মূল না হোক সভার অব্যবহিত পরে সামনে উঠে আসা বিজেপিকে ছুটকো দল বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বভঙ্গিমায় সোচ্চার হয়েছেন। সারা জীবন ধরে 'ফ্রি'-তে রেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্মান দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক। সামনে নির্বাচন। একজন তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। অন্যান্যবার 'দুষ্টু' কর্মীদের বকাবকি বা দল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ধমক দিলেও এবারে তেমন কিছুই বলেন নি। বরং দুর্নীতির অভিযোগকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে এসব চক্রান্ত বলে বকে দিয়েছেন বিরোধীদের। জানিয়ে দিয়েছেন 'দু-একটি' স্পটে এমন হলে তাকে সামগ্রিক দুর্নীতি বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। এমনকি যারা দু-একজন চাল চুরি বা ঘরের টাকা চুরি করেছে তাদের শাস্তিরও কোনও নিদান দেন নি। বরং রেশন ডিলার বা সরকারি অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন। এরপর তিনের পাতায়

করোনা থেকে বাঁচতে ভরসা প্রাকৃতিক উপাদান

করোনায় নাজেহাল পৃথিবী। প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। ওষুধ না ভ্যাকসিন কি আমাদের বাঁচাবে তাই নিয়ে ঘরে ঘরে চলছে চর্চা। অথচ বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনার চিকিৎসার চেয়ে নিজের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোই বাঁচার আসল উপায়। এই উপায় বাতলে দিয়েছেন ভেষজ শাস্ত্রবিদ, ব্যাকরণ (পাণিনি) তীর্থ লোকনাথ শাস্ত্রী।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রভাবে আমাদের দেশ ও প্রায় গোটা পৃথিবী বর্তমানে চরম ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বর্ণ—ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকেরই এখন নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। সর্বত্রই সীমাহীন উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, চরম অস্থিরতা এবং এক দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একইসঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে অতিমারী ও মহামন্দার আশঙ্কা। এই ভাইরাস আমাদের জীবনের ছন্দ নষ্ট করেছে। আমাদের আরও চিন্তাভাবনার মধ্য দিয়ে উত্তরণের পথে হাঁটতে হবে বেশ কিছু কাল। এই করোনা ভাইরাসের থেকে মুক্তির জন্য প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন কিছু আয়ুর্বেদিক উপায় যার মাধ্যমে নিজেদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

প্রত্যহ প্রাতে নিম তেল ও গরম জলে গার্গল করা প্রয়োজন। এরপর, কাঁচা হলুদ খেতো করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। ঈষদুষ্ণ জলে পাতিলেবু মিশিয়ে পান করলেও এই উপকার পাওয়া যাবে। তাজা কাঁচা হলুদের গুণ যেমন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে আছে তেমনই ধর্মশাস্ত্রে এর গুণকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কোনও কুনজর বা শত্রুর কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য কাঁচা হলুদের প্রতিবিধানের জুড়ি নেই। হলুদের মধ্যে এতটাই শক্তি থাকে যা কিনা সমস্ত অশুভ শক্তিকে গ্রাস করে নিতে সক্ষম। কারোর নাক বন্ধ থাকলে বা শুকনো ভাব দেখা দিলে ঈষদুষ্ণ নুন জলে নেতিক্রিয়া করে নিয়ে দুই নাসারন্ধ্রে ঘিয়ের প্রলেপ দান অনেকটাই আরাম দেয়। একইসঙ্গে, জলনেতিক্রিয়া এবং কপালভাতিক্রিয়া সপ্তাহে দু'বার করলে নাসারন্ধ্রে বায়ু প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে। কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের বিধান অনুযায়ী ইউক্যালিপ্টাস ও তুলসী তেলের ঘ্রাণ নিলে নাসারন্ধ্রের মাধ্যমে রোগ সংক্রমণ অনেকটাই নিবারণ করা যায়। এর সঙ্গে নিয়মিত যোগাভ্যাসের প্রয়োজন। নিয়মিত যোগাভ্যাস দেহের রক্ত চলাচল সক্রিয় রাখে তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এর পাশাপাশি, প্রাণায়াম, সূর্য নমস্কার, কপালভাতিক্রিয়া ও ভ্রামরী দেহে এবং মনে বাড়তি চাপ লাঘব করে।

এরপর তিনের পাতায়

শহিদ দিবস কাটতেই স্বস্তি ফিরল জেলায় জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেউ কাটমানি নিয়ে কান ধরে ওঠবোস করেছেন। কেউ রেশনের চালচুরির দায়ে মার খাচ্ছেন, পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেউ আবার ঘরের টাকা ব্যাঙ্কে ঢুকলেও ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন। দলীয় কর্মীদের এমন আচরণে দলনেত্রী শুধু প্রকাশ্যে শাস্তির হুমকি দেন নি বহুজনকে শোকজ করেছেন, সাসপেন্ড করেছেন। এমনকি পঞ্চায়েতে স্থানীয় স্তরে প্রার্থী নির্বাচন নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তার উপর সামনে নির্বাচন। ২১ জুলাই মঞ্চ থেকে দলের এসব আবর্জনাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন বলেই আশা করেছিল বাংলার ভুক্তভোগী মানুষ। যারা রেশনের চাল না পেয়ে, ঘরের টাকা না পেয়ে পঞ্চায়েত দফতরে, বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তারা প্রতিকারের আশা নিয়ে ২১ জুলাই ভিড় জমিয়েছিলেন জায়েন্ট স্ক্রিনের সামনে। নিশ্চয়ই দিদি তাদের মনের কথা তুলে ধরবেন। শাস্তি দেবেন দোষীদের। টেনশনে ছিলেন কর্মী ও নেতারাও। এই বুঝি দিদির নির্দেশে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় তাদের!

কিন্তু সেসব কিছুই হয় নি। ভুক্তভোগীদের সব আশায় জল ঢেলে দলীয় কর্মীদের স্বস্তি দিয়ে দিদি শাস্তি দেওয়া তো দূরে থাক চুরি-জোচ্চুরির সব অভিযোগ বিরোধীদের চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন দু-একটি স্পটে গন্ডগোল হলে তা সামগ্রিক ব্যর্থতা বলে ধরা যায় না। রেশন ডিলারদের শাস্তি দেওয়ার কথা উল্লেখ করলেও যারা অনৈতিকভাবে টাকা ব্যাঙ্কে ঢুকিয়ে দিল তাদের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। বরং তৃণমূল ছেড়ে চলে যাওয়া নেতাকর্মীদের যাদের এতদিন গদ্দার বলে অভিহিত করতেন তাদের ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বুঝিয়ে দিয়েছেন একটু আধটু দুষ্টুমি করলেও দলের কর্মীরাই তাঁর সম্পদ। ভোটের আগে সম্পদ হারানো বোকামির নামান্তর।

মঞ্চে নীরব মমতা ভিক্টোরিয়া হাউসে উল্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সপ্তাহের কয়েকদিন কলকাতা উন্মত্ত হয়ে রইল সিইএসসি-র অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের প্রতিকারের দাবিতে। বিলের উত্তাপ থেকে বাঁচতে পারেন নি মন্ত্রীরাও। খোদ বিদ্যুৎমন্ত্রীর বাড়ির বিল চোখ কপালে তুলেছে তাঁর। সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে এর কারণ দর্শাতে বলেছেন মন্ত্রী। বিরোধীরাও এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় নি। হৈ হৈ করে রাস্তায়, সিইএসসি-র সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ সংগঠিত করেছে। স্লোগান, গ্রেফতার কিছুই বাদ যায়নি। অবশেষে মন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে নমঃ নমঃ করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সিইএসসি। তিন মাসের মধ্যে দুমাসের বিল প্রদান স্থগিত করে দিলেও অস্বাভাবিক বিলের কথা স্বীকার করে নি তারা। এমনকি গত দুমাসের বিল পুনর্বিবেচনা হবে কিনা তাও বলা হয়নি স্পষ্ট করে। বিদ্যুৎমন্ত্রী নতুন সংশোধিত বিল না পাওয়া পর্যন্ত টাকা জমা দিতে বারণ করেছেন।

কয়েকদিন পরেই ছিল ২১ জুলাই। বিদ্যুৎমন্ত্রী যখন কলকাতাবাসীর দুর্দশা নিয়ে এত সোচ্চার তখন মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবেন, সিইএসসি কর্তৃপক্ষকে উচিত শিক্ষা দেবেন- এই ছিল প্রত্যাশা। কিন্তু সিইএসসি কর্তাদের স্বস্তি দিয়ে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি তৃণমূল দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাসভাড়া বৃদ্ধি নিয়ে যিনি সোচ্চার হয়ে মানুষের কাছে দায়বদ্ধতার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন তিনি বিদ্যুৎ বিলের অস্বাভাবিক বোঝা লাঘব করতে কেন মৌনতা অবলম্বন করলেন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে কলকাতাবাসী। অন্যদিকে উল্লাস চলছে সিএসসির সদর কার্য্যালয় ভিক্টোরিয়া হাউসে।

দীর্ঘ লকডাউনের জন্য প্রস্তুত জনগণ

কুনাল মালিক : গ্রাম থেকে শহর কলকাতার ব্যস্ত রাস্তা-ঘাট-বাজার সর্বত্রই কড়া লকডাউনের যে দৃশ্য গত ২৩ জুলাই রাজ্যবাসী দেখল, তা অবিশ্বাস্য। আর পুলিশের যে তৎপরতা তাকে তো স্যালুট জানাতেই হয়। গত সোমবারই স্বরাষ্ট্র সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, সপ্তাহে দুদিন সম্পূর্ণ লকডাউন হবে। সকাল ৬টার সময় দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানার মুচিশায় এসে দেখলাম শুনশান। বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে থানার আইসি অনিন্দ্য বোস ব্যারিকেড লাগিয়ে নাকা চেকিং করছেন। বৈধ কাগজপত্র না থাকলে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানুষজনকে।

একই চিত্র বজবজে, বিষ্ণুপুরে মহেশতলায়-কলকাতায়। জেলার অন্যত্রও একই ছবি। সাধারণ মানুষ এই লকডাউনে খুশি। তারা সাবাশ জানিয়েছেন পুলিশের ভূমিকাকেও।

এরপর তিনের পাতায়

বাংলা দখলের অ্যাকচুয়াল লড়াই

পার্থসারথি গুহ : একদিকে কোভিড ১৯ এর প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য বিশ্বজোড়া

প্রস্তুতি । অন্যদিকে ২০২১ কে পাখির চোখ করে জোরদার প্রস্তুতি চলছে রাজ্যের নির্বাচনী মানচিত্রে। ২১ জুলাইয়ের ভার্চুয়াল সভার অব্যবহিত পরেই ঘাসফুল ব্রিগেড নিজেদের মতো করে ময়দানে নেমেছে। পাশাপাশি, দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তত্ত্বাবধানে হইহই করে আসরে নেমেছে বঙ্গ বিজেপিও।

দুই শিবিরের মূল লক্ষ্যই বাংলা বিজয়। এরমধ্যে তৃণমূল সুপ্রিমো দলের খোলনলচে পুরোপুরি পালটে ফেলে ২১ য়ের যুদ্ধে যেতে চাইছেন। সেইমতো বেশ কয়েকটি জেলার সভাপতিদের সরিয়ে নতুন করে বিন্যাস ঘটানো হয়েছে। রাজ্য রাজনীতিতে তৃণমূলের অত্যন্ত পরিচিত মুখ হয়ে ওঠা মহুয়া মৈত্রকে নদিয়া জেলার সভাপতি পদে আনাকে যেমন মাস্টার স্ট্রোক ধরা হচ্ছে। তেমনই আবার হাওড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় লক্ষ্মীরতন শুক্লের মতো আপাদমস্তদ খেলার মাঠের মানুষকে সভাপতি করে ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, লক্ষ্মীরতন হচ্ছেন আসলে মুখোশ। বকলমে সেই অরূপ রায়ের প্রাধান্যই বজায় থাকবে। সেই গোষ্ঠী সম্পর্কে যিনি অহরহ সরব সেই রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়কে আপাতভাবে চুপ করানোর কৌশলও হতে পারে এই পদক্ষেপ।

তবে ২১ এর নির্বাচনকে সামনে রেখে যে দুটি কমিটি গড়া হয়েছে তাতে উল্লেখযোগ্য ভাবে গুরুত্ব বেড়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শুভেন্দু অধিকারীর গুরুত্বও হয়তো বেড়েছে।

এরপর তিনের পাতায়

মানুষের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়তেন উত্তমবাবু

বাঙালির ম্যাটিনি আইকন উত্তম কুমার, বাঙালির বাঙালিয়ত্বের উত্তমকুমার আজও প্রাসঙ্গিক। এখনও টিআরপি সবচেয়ে বেশি। তাই জুলাই মাস এলেই সিনেমার চ্যানেলে এখনও তার সিনেমা, শুধু তাই নয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ছাপ পড়ে যান তিনি। এমনকি সম্প্রতি দেখছিলাম রান্নাঘরের অনুষ্ঠানেও উত্তমকুমারকে আধার করেছে। সেখানে হচ্ছে উত্তমকুমারের প্রিয় রান্না বা অন্যান্য। তবে তিনি কি সত্যিই শুধু সিনেমার পর্দায় এমন রুপোলি জগতের মানুষ হয়েই ছিলেন? তার উত্তর না। মানুষের জন্য দেশের জন্য প্রাণ কাঁদত তাঁর। এক বিশাল মনের মানুষ ছিলেন তিনি। সেই গল্পই লিখছেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য ভেবেছিলেন উত্তমবাবু। বয়সকালে গিয়ে যখন কাজে অক্ষম হয়ে যাবে তারা তখন তাদের কি হবে? এই ভেবে একশা হয়ে বসেছিলেন তিনি। কারণ সেই সময় সহযোগিতা পাওয়ার মতন কাউকেই পাশে পাওয়া যায় না। তাই তিনি তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ১৯৬৮ সালে তৈরি করলেন শিল্পী সংসদ। এই সংগঠনের সহযোগিতায় দুঃস্থ শিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে পারে তাই সেই তখন থেকে এখনও পর্যন্ত শিল্পী সংসদ কাজ করে চলেছে। সেই জন্যই এই সংগঠনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করবার তাগিদে বনপলাশির পদাবলী, দুই পৃথিবী, রুদ্রবীণা প্রভৃত আরও চলচিত্র নির্মাণ করে অর্থ উপার্জন করেছিলেন শুধু তাই নয় বিভিন্ন বড় বড় শিল্পীদের দিয়ে তিনি জলসা অনুষ্ঠানও তিনি করতেন। সেই সংগৃহীত অর্থ দিয়ে একটি ফান্ড তৈরি হয় এবং দুঃস্থ শিল্পীদের সাহায্যার্থের কাজে লাগানো হয়। এই সংগঠন বহু শিল্পীকেই সাহায্য করেছে তার মধ্যে কয়েকজন শিল্পী হলেন ঋত্বিক ঘটক, মিস শেফালী, বীরেন চ্যাটার্জী, বন্দনা দেবী, শিলা দে, জয় নারায়ণ মুখার্জি, মনোরমা দেবী, নৃপতি চ্যাটার্জী, নিভাননী দেবী, নির্মলা মিশ্র ছাড়া আরও অনেকে।

উত্তমবাবু সবাইকেই কাজের নিজস্বতা এবং স্বাধীনতা দিতেন। তাই জন্যই তিনি এতো বড় মনের মানুষ। একটা ঘটনা বলি, একজন মেকআপ আর্টিস্টকে হঠাৎ দেখে বললেন তোর কি হয়েছে রে, উনি বললেন না না তেমন কিছু নয়, কিন্তু উত্তমকুমার বললেন আমি বুঝতে পারছি কিছু একটা হয়েছে তখন সেই মেকআপ আর্টিস্ট বললেন, মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়েছে সব কিছুরই ব্যবস্থা করে ফেলেছি কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা পণ চেয়েছে তাই চিন্তা হচ্ছে (বহু দিন আগেকার কথা)। উত্তমবাবু বললেন চিন্তা করিস না এখনো এক মাস সময় আছে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তারপর বিয়ের দিন সকালে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে উপস্থিত হলেন তার বাড়ি। আর বললেন পাঁচ হাজার টাকাটা লাগবে না, এই নে। এমনই মাপের মানুষ ছিলেন। শুধু তাই নয় উনি কোনও দিনও কোনও ডান বাম দেখেননি মানুষের কষ্টে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তখন কংগ্রেস সরকার চলছে বিশাল বন্যা হল কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে টাকা তুলে দেওয়ার জন্য অতো টাকা তাঁর কাছে ছিল না তাই রীতিমতো রাস্তায় নেমে ভিক্ষা করে টাকা তুলেছিলেন। শুধু তাই নয়, জ্যোতি বসুর সময়ও কোন একটা ঘটনা ঘটেছিল তাই

জন্য তিনি বলিউড এবং টলিউড অভিনেতাদের নিয়ে এক ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করেছিলেন সেই ম্যাচে উপার্জিত টাকা তুলে দিয়েছিলেন জ্যোতিবাবুর হাতে।

ফ্লোরে গেলে মনে হতো না উনি উত্তমকুমার সবার সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করতেন। আর সব থেকে বড় কথা উনি খুব ভালো গাইতে পারতেন। কিন্তু কোনও দিনও এমন কথা বলেননি যে কোনও জায়গায় নিজেই গাইবেন। উনি হেমন্তবাবু, মান্নাদে এদেরকেই বেছে নিতেন। আর একটা ঘটনা বলি সপ্তপদী সিনেময় ওথেলো নাটকে উত্তমবাবুর গলাটা হলো উৎপল দত্তের আর সুচিত্রা সেনের গলাটা হলো শশী কাপুরের স্ত্রীর কিন্তু উত্তমবাবু যখন প্র্যাকটিস করেছেন করে বলছেন তখন উৎপল দত্ত বললেন আমার আর প্রয়োজন নেই একদম ঠিকঠাক অ্যাকসেন্টটাই বলছেন উত্তমবাবু, কিন্তু উনি বললেন না আপনারটা আরও বেটার। আর এই যে আরও ভালো এটা উনি সবসময় চেয়েছেন। এই জন্যই তিনি চির 'নায়ক', এক বৃহত্তর মনের মানুষ, কিন্তু আফসোস রয়ে গেল ওনার এই বীজটা আর কারও মধ্যেই বপন করতে পারলেন না।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা, ২৫ জুলাই – ৩১ জুলাই, ২০২০

শিক্ষা স্বচ্ছতায় সক্রিয় নন বিরোধী পক্ষ

করোনা আবহে অবশেষে ফল প্রকাশ। মুখ্যমন্ত্রীই জানিয়েছিলেন কবে কীভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হবে। ফল প্রকাশের পর খুশি সব পক্ষই। বিশেষ করে এবারের উচ্চমাধ্যমিকের নির্ধারিত কিছু পরীক্ষা নেওয়া যায়নি। তাই ৫০০–এর মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে এবং অনেকেই ৪৯৮–৯৯ নম্বর পেয়েছে। বিস্ময়কর এমন সাফল্যের নেপথ্যে রাজনীতির রসায়ন কাজ করে থাকে। বামফ্রন্টের শেষ বেলায় মাধ্যমিকে কলকাতা বাদ দিয়ে বাকি জেলা গুলিতে আশাতীত ফল হত। তাদের কৃতিত্বকে সামান্য ছোট না করেও বলা যায় তৎকালীন এক দুজন শিক্ষামন্ত্রীর মধ্যে এক বিশেষ শিক্ষামন্ত্রীর জেলা থেকে পর পর একচেটিয়া মাধ্যমিকে গৌরবের স্থান দখল হতো।

গত দশ বছর ধরে রাজ্যে এখন একজন শিক্ষামন্ত্রী। আলোচনা–সমালোচনার কেন্দ্রেও তিনি। তবে তাঁর ওপর কোনও রাজনৈতিক সমালোচনার উদয় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করছেন এবং ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের চাকরবাকর জ্ঞান করতে পারতেন না। ইতিহাসের এ যেন পুনরাবর্তন। বামফ্রন্ট যাবার আগে অনিলায়ন–এর বিরুদ্ধে রাজ্যে বিরোধী রাজনীতিক ও বিদ্বজ্জনরা পথে নেমেছিলেন। সে সব অতীত আজ। তাঁদের অনেকেই ক্ষমতার অলিন্দে, কেউ বা পৃথিবীতেই নেই। কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের লোক নিয়োগের রেওয়াজ সেই আমল থেকেই শুরু। পরিবর্তনের আমলে পরিবর্তন ঘটেনি সেই ঐতিহ্যের। প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তরে সর্বত্রই আপন লোকেদের প্রধান। শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষক সব ক্ষেত্রেই আপন করা ও আপন হওয়ার রাজনীতির মৌচাকে মাননীয় রাজ্যপাল পত্রাঘাত করেছেন। উপাধি পেয়েছে 'পদ্মপাল'। শিক্ষামন্ত্রী দলের নেতাও বটে। কয়েক বছর আগে এখন 'পর' হয়ে যাওয়া ছাত্র নেতা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'তোলা' তুলতেন প্রকাশ্যে যা খবর হয়েছে একাধিকবার। এখন অনলাইনে ভর্তির ব্যবস্থা হয়েছে দুর্নীতি ঠেকাতে। ভোটের আগে কলেজে শিক্ষক নিয়োগের কার্যসূচি শুরু হবে। 'অফলাইনে' অনেক কিছুই ঘটে যায়। যারা 'আপন হতে পারে না' তারা হয় অসফল। বিরোধী দলের রাজনীতিতে শিক্ষার গুরুত্ব অনেক পিছনে। তাই সামনে দিয়েই ঘটে চলে শিক্ষার পাঠ, শিক্ষা শেষের পাঠ। রঙ বদলানো শিক্ষকই হন আজকের নিয়োগকর্তা।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ছয়

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ।।৬।।

অনুবাদ

যিনি সব কিছু ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত জীবকে তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে দর্শন করেন এবং যিনি সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি কখনও কোনও কিছুর প্রতি বা কারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না।

যাঁরা উত্তম অধিকারীর অনুকরণ করে সকলের প্রতি আপাত সমদৃষ্টি–সম্পন্ন বিচার করেন, অথচ দৈহিক সম্বন্ধে বিভিন্ন জীবের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার করেন, তারা ভক্ত বিশ্বপ্রেমিক। উত্ত অধিকারী ভক্তের কাছেই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব শিক্ষা করতে হবে, স্বতন্ত্র আত্মা এবং সর্বত্র বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ পরমাত্মা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে নয়।

এই ষষ্ঠ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যথার্থ দর্শন করতে হবে। তার অর্থ প্রকৃত শিক্ষক পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে অনুপশ্যতি সংস্কৃত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পশ্যতি শব্দটির অর্থ পর্যবেক্ষণ করা। এর অর্থ এই নয় যে, চর্মচক্ষুর সাহায্যে দেখার মতোই সে সব কিছু দর্শন করতে চেষ্টা করবে। জড়–জাগতিক ত্রুটির জন্য চর্মচক্ষু কোনও কিছুই যথার্থভাবে দেখতে পারে না। উন্নততর উৎস থেকে শ্রবণ করতে না পারলে মানুষ সঠিকভাবে কিছু দর্শন করতে পারে না এবং ভগবানের মুখনিঃসৃত বৈদিক জ্ঞানই শ্রেষ্ঠতর উৎস। বৈদিক তত্ত্ব গুরু–শিষ্য পরম্পরায় ভগবানের কাছ থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস এবং ব্যাস থেকে অন্যান্য শিষ্যেরা–এভাবেই নেমে এসেছে। পুরাকালে বৈদিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি, কারণ সেই যুগের মানুষ অত্যন্ত মেধাবী এবং স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের পারমার্থিক গুরুর নির্দেশাবলী একবার মাত্র শুনেই তা স্মরণ রাখতে পারতেন।

আজকাল শাস্ত্রসমূহের বহু টীকা–ভাষ্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই বৈদিক জ্ঞানের শিক্ষক ব্যাসদেবের কাছ থেকে গুরু–শিষ্য–পরম্পরা ধারায় আগত নয়।

ফেসবুক বার্তা

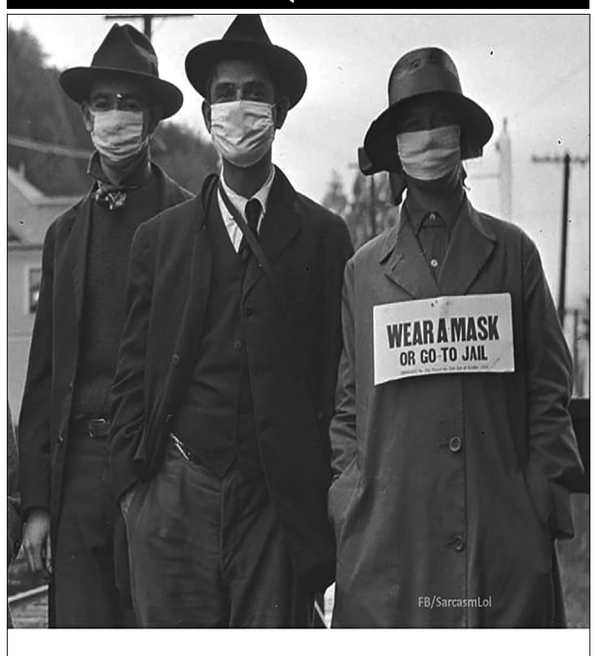

1918, Spanish Flu
"Wear a mask or go to jail"

ছোট ছোট পতনেও বড় ধাক্কা বাঁচানো যায় শেয়ার বাজারে

পার্থসারথি গুহ

একটা ছোট মোচড় কি ফের দেখতে চলেছে অর্থ বাজার। অন্তত মঙ্গলবারের পড়ন্ত দুপুরে একাধারে কড়া রোদ্দুর আর অন্যদিকে ভ্যাক্সিন আসার গুনগুন হাওয়ার সংমিশ্রণে এমন একটা মনোভাব বেশ ভালোভাবেই সঞ্চারিত হতে শুরু করল শেয়ার বাজারে। মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ইতিমধ্যেই বেশ কিছুদিন ১১ হাজারের ওপর পাকাপোক্ত সংসার জমিয়ে বসে গিয়েছে নিফটি। ১০ হাজারের ওপরেও বেশ কিছুদিন মৌতাতে কাটিয়ে দিয়েছে সে। পরিসংখ্যানের দিক থেকে সেটাও অনেকটাই বটে। অর্থাৎ আবহ সবদিক থেকেই তৈরি বুল বাজারকে সাদরে সম্বর্ধনা জানানোর। আর বুলদের সম্বর্ধনা জানানোর এই মঞ্চে বেয়াররা যে খাবি খাবেন তা তো আর বলে দিতে হবে না। হচ্ছেটাও ঠিক তাই। বেয়াররা কোনওভাবে কিছু দাঁত বসাতে পারছে না এই বাজারে। বিরাট বড়সড় খারাপ খবর ছাড়া এই মুহূর্তে বাজার খুব নিচে আসবে বলে মনে হয় না। একমাত্র আমেরিকা–চিন উত্তেজনা চরমে ওঠা বা লেম্যান ব্রাদার্সের দুর্গ ধসে পড়ার মতো খবর ছাড়া ছোটখাটো খবরকে স্রেফ পাত্তাই দিতে চাইছে না শেয়ার বাজার। তার থেকেও বড় সমস্যা কোভিড ১৯ একে আপাতত পাশ কাটাতে ব্যস্ত ভারতের বাজার। সেই পথে অবশ্য বিশ্ব অর্থনীতিও।

এর ফলে হচ্ছেটা কী বাজার জুড়ে প্রাবল্য বজায় থাকছে কিনে খেলিয়েদের। আর জামানত জব্দ হচ্ছে বেয়ার বাবুজীদের। ভাবখানা এমন, আগে বেচে খেলে অনেক সন্ত্রাস ছড়িয়েছ। এখন মানে মানে কেটে পড়। তা এই পটভূমিকায় বেচে খেললে তো

চুনা লেগে যাবেই। আবার ধরুন হাতের শেয়ার বেচে দিলেন ২৪ টাকায়। দুদিন পড়ে দেখবেন সেই শেয়ার কোনও ভালো খবরের ভিত্তিতে ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে সত্যি কপালকে দোষ দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। সেজন্যই মনে হয় শেয়ার বাজারকে অনেকে লেডি লাকের সঙ্গে তুলনা টেনে থাকেন। ভাগ্য না থাকলে এখানে সেভাবে উপার্জন করা কষ্টকর। তবে এই যুক্তি সব জায়গায় প্রযোজ্য নয়। বরং ভাগ্যের ওপর ছেড়ে না দিয়ে যদি অর্থ বাজার নিয়ে সঠিক পড়াশুনা ও অধ্যয়ন করে কাজ করা যায় তবে নিশ্চিতভাবে তাতে সাফল্য আসবে। আর যেটা সবার আগে প্রয়োজন সেটা হল ধৈর্য্য ধরা। যার ফলে সহজেই উদ্ধার হওয়া যায় যাবতীয় সঙ্কটজনক জায়গা থেকে। বিশেষ করে যাঁরা শেয়ার কেনার পর দাম বাড়ছে না বলে আপশোস করেন তাঁদের জন্য এটাই থিম হওয়া উচিত, সবুর কা ফল মিঠা হোতা হ্যায়।

লোভনীয় ও আকর্ষক দামে চলে আসা ফার্মা কাউন্টারের শেয়ার থেকে আপনার বা আমার মুখ ফিরিয়ে থাকতে আদৌ ভালো লাগছে? আর যদি সত্যি নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করে মনে হয় আপনার কিনতে ইচ্ছে করছে তাহলে কোনওদিকে না তাকিয়ে ওষুধের অপরিহার্য শেয়ারগুলি কিনে ফেলা উচিত। কারণ এমন দামে ফার্মা শেয়ার আর নাও পাওয়া যেতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে এখনই কী নিচের দামে চলে আসা ভালো ওষুধ কোম্পানির শেয়ার কিনে ফেলা উচিত? এক্ষেত্রে উত্তর হল এখন যদি আপনার ২০০ ফার্মা শেয়ার কেনার অবস্থা থেকে তো এই জায়গায় অন্তত ১০০ টা কিনে ফেলতেই পারেন। তাহলে বাকিটা কবে কিনবেন? সেটারও উত্তর হাতের সামনে রয়েছে। টার্গেটে থাকা বাকিটা ওষুধ কাউন্টার কিনুন একটা কারেকশন সংঘটিত হওয়ার পর।

হ্যাঁ, এই কারেকশন বলতে বাজারের সার্বিক সংশোধনীর কথাই বলা হচ্ছে। ১১ হাজারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা নিফটির সামনে কারেকশনের কথা বলতেও কেমন যেন ধৃষ্টতা মনে হচ্ছে,তাই না। ঘটনা হল, কারেকশন তো হতেই হবে। আজ না হয় কাল। এবার ১০ হাজার ভাঙবে কিনা এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে অনেক সময়ই তীরে এসে তরী ডোবার ঘটনা ঘটেছে ভারতের অর্থ বাজারে। অর্থাৎ আপনি ভাবলেন এই নিফটি ১২ হাজার হয়ে গেল, তো দেখা গেল ওভারনাইট পতনের হাত ধরে তাই প্রায় হাজার পয়েন্ট নিচে চলে এসে বড়মাপের সংশোধনী তৈরি করে দিল। এবারে যে তা ঘটবে না, সেটা কী আগে থেকে বলা যায়।

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলেও অর্থের অভাবে বন্ধ হতে চলেছে পড়াশোনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: দিন আনা দিন খাওয়া অভাবের সংসার,দারিদ্রতার সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে পড়াশোনা করতে হয়ে পূর্বাশা মান্না কে। মন্মথ নগর হাইস্কুল থেকে এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা ৭২,ভূগোলে ৯৩,দর্শনে ৯৩,সংস্কৃতে ৯৩ এবং পরিবেশবিদ্যায় ৯৩ নম্বর পেয়ে বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নম্বর ৪৪৪ পেয়েছে পূর্বাশা। গোসাবা ব্লকের মন্মথ নগর হাইস্কুল থেকে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেও অর্থের অভাবে স্কুলে ভর্তি হতে না পারার জন্য পড়াশোনা ছাড়তে চলেছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বিপ্রদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্মথনগর গ্রামের

পূর্বাশা মান্না।
মন্মথনগর গ্রামের চাষি পরিবার বাবুলাল মান্নার অভাবের সংসার। চাষের কাজ করে কোনও রকমে দিন গুজরান করেন। আর সেই সামান্য উপার্জন দিয়েই পরিবারের চারজনের সংসার চলে।

এতো দুঃরবস্থা মধ্যেও একমাত্র ছেলে কলেজে পড়াশোনা করলেও মেয়েকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করার ইচ্ছা মান্না পরিবারের। কিন্তু পরিবারের অর্থনৈতিক দুঃরবস্থার জন্য হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে পূর্বাশার লেখাপড়া এমনই অভিমত এই দরিদ্র চাষি পরিবারের! পূর্বাশা বড় হয়ে নার্স হতে চায়। দরিদ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে সেবা করতে চায় সে। কিন্তু নার্স হতে গেলে প্রচুর খরচ! কে যোগাবে সেই খরচ ? বর্তমানে পড়াশোনার খরচের বহর বেড়ে চলায় মহা চিন্তায় পড়েছেন পূর্বাশার মা মীনাদেবী সহ তার পরিবার। কিন্তু এই অভাবের সংসারে কি ভাবে সেই স্বপ্ন পূরণ হবে তা বুঝে উঠতে পারছেন না পূর্বাশা বা তার পরিবার। সামান্য একটি মাটির ঘরে খড়ের ছাউনিতে কোনও রকমে দুই সন্তান কে নিয়ে থাকেন বাবুলাল মান্না। উচ্চমাধ্যমিকে একমাত্র মেয়ের ভালো রেজাল্টে আনন্দ থেকে দুঃখই তাঁর বেশি। কারণ কিভাবে মেয়েকে পড়াশোনা করিয়ে নার্স করবেন! চাষআবাদ করে সামান্য যা আয় তাতে করে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে,আর সেখানে কিভাবে এই স্বপ্ন পূরণ হবে ভেবে উঠতে পারছেন না তিনি। তাই পূর্বাশার স্বপ্ন পূরণের জন্য যদি কেউ পাশে দাঁড়ায় তাহলে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারে দরিদ্র পরিবারটি।

করোনায় মৃত্যু,পানীয় জল আনতে বাধা গ্রামবাসীদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : চিকিৎসক, নার্স আবার কখনো প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভাড়া বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। আবার কখনো করোনা আক্রান্ত মানুষকে নিজেদের বাড়িতে থাকতে না দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা প্রায়ই অহরহ ঘটে চলেছে এ রাজ্যে তথা দেশে। এবার ঘটলো আর এক বিরল নজির বিহীন ঘটনা। পাড়ারই এক ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। সেই অভিযোগ তুলে অন্য পাড়ার লোকজন পানীয় জল আনতে বাধা দিল মৃতের পরিবার কে। আর এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বিষয়টি জানানো হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনকে। ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা।

ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় এলাকার এক ব্যক্তি গত শুক্রবার মারা যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। তারপর তাঁর মৃতদেহ পরীক্ষা হয়। করোনা রিপোর্ট পজেটিভ আসে। করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার খবর চাউর হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ইতিমধ্যে গত দুদিনে করোনাতে কয়েক'শ মানুষ

আক্রান্ত হয়েছেন এই ক্যানিং শহরে। যে পাড়াতে করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, সেই পাড়ার গ্রামবাসীদের পানীয় জল আনতে বাধা দিচ্ছেন পাশের পাড়ার লোকজন। এমন অভিযোগ করেছেন ওই পাড়ারই গ্রামবাসীরা। বিষয়টি এদিন ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের বিডিও নীলাদ্রি শেখর দে কে জানান, স্থানীয় মানুষজন। এ বিষয়ে বিডিও বলেন, এলাকার মানুষকে বিভিন্ন ভাবে সচেতন করা হবে। এইভাবে পানীয় জল আনতে বাধা দেওয়া কে কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। করোনা আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে না আসলে করোনা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। এমন ধারণাটাই মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা বহন করছে। মানুষ এখনও অসচেতন,মানুষ এখন অমানবিক হয়ে গেছে। আর তার থেকেই এইরকম সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে।

আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা বাড়ির মধ্যে হোম কোয়েরেনটাইনে থাকায় খাবার ও পানীয়জল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের সমস্যা দেখা দিয়েছে। মৃত পরিবারের সদস্য ক্যানিং ১ বিডিও কে ফোন করে তাদের সমস্যার কথা জানালে,সোমবার করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির বাড়িতে যান স্বয়ং বিডিও নিজেই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং খাদ্য সামগ্রী ওই বাড়িতে পৌঁছে দেন হাফ দামেই।

স্বয়ং বিডিও র এমন নৈতিক কর্তব্যে খুশি করোনা আক্রান্ত মৃতের পরিবারের লোকজন।

জল প্রকল্পের উদ্বোধন

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুর অঞ্চলের উদ্যোগে মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় সুব্রত মুখার্জির PHE দপ্তর দ্বারা প্রস্তুত ঘরে ঘরে বিনা মূল্যে জল পরিষেবার উদ্বোধন হয় গত রবিবার । এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাঁচলার বিধায়ক গুলশন মল্লিক,জেবিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহঃ সভাপতি সেখ ইব্রাহিম,নস্করপুর অঞ্চলের প্রধান কুষ ঘুকু,গৌতম বেরা,বিপ্লব পাত্র,নিখিল চক্রবর্তী,সমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী,বাবলু ঘোষ,শর্মিষ্ঠা মন্ডল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ । এদিন উক্ত ভাষণে পাঁচলার বিধায়ক মাননীয় গুলশন মল্লিক মহাশয় ঘরে ঘরে জল পরিষেবা পৌঁছে দিতে সকল সদস্যগকে এক যোগে কাজ করার আহ্বান জানান । ভাষণে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, করোনা থেকে আমফান ঝড়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে যে ভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়িয়েছেন তা বিরোধী দল কোনোদিন পারবে না । বিরোধী দল শুধু অপপ্রচার চালাচ্ছে। বিরোধী দলের মনোস্কামনা কোনোদিন পূরণ হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করেছেন তা সবই বাস্তবে পূরণ হয়েছে । যখনই মানুষ তাকে ডাকবেন পাশে পাবেন বলে জানান বিধায়ক ।

জাতীয় পতাকার অবমাননা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার নেপালখাতার ২৫২ নম্বর বুথে গত কাল রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি ফারুক মন্ডল সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীরা।

সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৃণমূলের পতাকা ও ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে সকলে বাড়ি ফিরে যায়। রাত হয়ে গেলেও জাতীয় পতাকা নামানো হয়নি বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়েছে বলে বিজেপির অভিযোগ।

গতকাল দুপুরের দিকে পতাকা উত্তোলন করা হয় গতকাল সারারাত ধরে জাতীয় পতাকা লাগানো ছিলো বলে অভিযোগ বিজেপির।

এবিষয়ে দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপালখাতা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য সোমা চক্রবর্তী জানান, গতকাল আমাদের দলীয় কার্যালয়ের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে আমরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করি। আমরা বাড়ি আসার সময় জাতীয় পতাকা নামিয়ে এসেছি। আমরা রাতে বাড়িতে চলে এসেছি। এখন রাতে যদি এটা কেউ তুলে থাকে তাহলে আমরা কি বলবো।

প্রধানকে অফিসে ঢুকতে বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জানা গিয়েছে, সোমবার পাপিয়া রায় বর্মণ সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশের সাহায্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে

গেলে গ্রামের বাসিন্দারা তাকে বাধা দেয় এবং তাকে গ্রামপঞ্চায়েত অফিস থেকে ফিরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে গ্রামের বাসিন্দাদের বচসা বাঁধে। পরে অবশ্য বাসিন্দাদের দাবি মেনে নিয়ে পুলিশ প্রধান পাপিয়া রায় বর্মণকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে প্রধান পাপিয়া রায় বর্মণের গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আসার কথা শুনে গ্রামের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে তার বিরুদ্ধে ঝাঁটা হাতে মিছিল করে। তাকে অফিসে ঢুকতে বাধা দেয়। তার বিরুদ্ধে গ্রামের লোকজনের অভিযোগ প্রায় এক বছর ধরে তিনি অফিসে আসেন না। সে কারণে গ্রামের সমস্ত উন্নয়নের কাজ বন্ধ হয়ে আছে।এমনকি প্রধানের সার্টিফিকেট নিতে গেলেও প্রধান কে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। করোনা আবহের মাঝে পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে তিনি ছিলেন না বলেও তার বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তার পরেই প্রশাসনের সহযোগিতায় উপপ্রধান নবিরুদ্দিন মিঞা কে অস্থায়ী ভাবে প্রধানের কাজকর্ম দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন প্রশাসন। হঠাৎ করে আজ পাপিয়া রায় বর্মণ পুলিশের সাহায্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে গেলে গ্রামের লোকজন বাধা দেয় ও পুলিশের সঙ্গে গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য পুলিশ প্রধান পাপিয়া রায় বর্মণ কে ফিরিয়ে নিতে যেতে বাধ্য হয়।

প্রবীণদের লালারস পরীক্ষার দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোচবিহার শহরের সমস্ত ওয়ার্ড ধরে ধরে ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের অবিলম্বে লালারস পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা সহ সর্বাধিক কোচবিহার শহরের ৩টি ওয়ার্ডকে নিয়ে সেন্টার করে এই কাজ সম্পন্ন করা এই মুহূর্তে একান্ত জরুরি। এছাড়াও বাইরে থেকে আসা মানুষদের মধ্যে যারা হোম কোয়ারেন্টাইনে আছেন, তাদের সকলের দ্রুততার সাথে লালারস পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, কোচবিহার শহরের সমস্ত বাজার,অফিস সহ ওয়ার্ড গুলি স্যানিটাইজেশন, কোভিড সহ, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে কোচবিহার শহরের সমস্ত ওয়ার্ড গুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা, কোচবিহার পুরসভা সহ যে সমস্ত দপ্তরে কর্মী আধিকারিকরা করোনা সংক্রমিত হচ্ছেন,সেখানকার সমস্ত কর্মী আধিকারিকদের সোয়াব টেস্ট এর ব্যবস্থা করা সহ ১০ দফা দাবি কোচবিহার জেলা ও কোচবিহার সদর মহকুমা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরল কোচবিহার শহর বাম– কংগ্রেস যৌথ মঞ্চ। এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে কথা জানালেন সিপিআই(এম) নেতা মহানন্দ সাহা। এদিন কোচবিহার সদর মহকুমার শাসককে এই দাবিপত্র পেশ করা গেলেও লকডাউনের কারণে এই দাবিপত্র গ্রহণ করতে চাননি জেলাশাসক।

ইতিমধ্যেই করোনাই আক্রান্ত কোচবিহার পুরসভার পুর প্রধান ভূষণ সিং সহ জেলা প্রশাসনের প্রায় ১০জন আধিকারিক। এই পরিস্থিতিতে চরম আতঙ্কিত কোচবিহার শহর সহ এই জেলার মানুষ।

এহেন পরিস্থিতিতে তাই এই সঙ্গত দাবি নিয়ে প্রশাসনের মুখোমুখি হয়েছেন তারা বলে জানান মহানন্দ সাহা। তিনি বলেন, কোচবিহার শহরে করোনা মোকাবিলায় বেহাল পরিস্থিতির প্রতিবাদে এবং বেহাল রাস্তাঘাট,জল সহ অন্যান্য পরিষেবা নিয়ে যৌথ আন্দোলনের অনেকগুলি কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে আপাতত এই সমস্ত কর্মসূচি স্থগিত রেখেছেন তারা।

লকডাউনের ৪ মাস প্রায় হতে চললেও প্রথম থেকেই প্রশাসন এই কোভিড মোকাবিলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে। যার ফলস্বরূপ শহরের এক নম্বর নাগরিক পর্যন্ত আক্রান্ত করোনায়। তাছাড়াও জেলা প্রশাসনের একাধিক কর্মী সহ বিভিন্ন মানুষ আজ আক্রান্ত। এই পরিস্থিতির বিচার করে এই দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে প্রশাসনের কাছে বলে জানান তিনি।

সমস্ত নাগরিকদের মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বিনামূল্যে সরবরাহ করা, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহনের যে সমস্ত কর্মীদের নিয়ে দক্ষিণবঙ্গের গাড়ি পরিষেবা চালানো হচ্ছে তারা ফিরে আসবার পর, তাদের প্রয়োজনীয় টেস্ট করা হচ্ছে না এবং তাদের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হচ্ছে না। যা আরও অসংখ্য বাড়ি এসে এই জেলার মানুষের। এর পাশাপাশি সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থাকে সচল রেখে জেলা মেডিক্যাল কলেজের প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়ানো, বিদ্যুতের বর্ধিত বিল প্রত্যাহার করার দাবিও এদিন তোলা হয়েছে প্রশাসনের কাছে বলে জানান মহানন্দ সাহা।

মহানন্দ সাহা সহ কোচবিহার মহকুমা শাসককে দাবিপত্র পেশ করার সময়ে উপস্থিত ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা দেবাশিস বানিক, সিপিআই নেতা পার্থপ্রতিম সরকার আরএসপি নেতা তাপস সাহা এবং কংগ্রেস নেতা রবীন রায় প্রমুখ।

ডায়মন্ড হারবারে চালু হল কোভিড সেভ হোম

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : দিনের পর দিন করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। করোনা ভাইরাসকে রুখতে নানান উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। জেলার প্রত্যন্ত এলাকার করোনা রুগীদের কথা ভেবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী চালু হলো কোভিড সেভ হোম। ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক ও পুলিশ প্রশাসন এবং ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে ডায়মন্ড হারবার স্টেডিয়ামে চালু হলো ১০০ বেড বিশিষ্ট করোনা সেভ হোম। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী জেলা প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ যারা করোনা ভাইরাস উপসর্গহীন বা মৃদু উপসর্গ নিয়ে যারা করোনায় আক্রান্ত হবে তাদের নিয়ে এসে এখানে চিকিৎসা করাবেন। ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহা জানালেন , জেলার বিভিন্ন এলাকা রায়দীঘি , মথুরাপুর , মগরাহাট, উস্তি, ফলতা সহ ডায়মন্ডহারবার ১ ও

২ নং ব্লক এবং ডায়মন্ড হারবার পুরসভা এলাকায় যারা উপসর্গহীন বা মৃদু উপসর্গ নিয়ে করোনায় আক্রান্ত হবে বাড়িতে ঠিক মতো থাকার জায়গা নেই সেই সমস্ত রুগীদের নিয়ে এসে এখানে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। এখন ১০০ শয্যা বিশিষ্ট যে কোভিড সেভ হোম চালু হলো আগামীদিনে তা বাড়িয়ে ২৫০ শয্যা করা হবে। এখানে ডাক্তার থেকে শুরু করে নার্স সহ সমস্ত সুবিধা থাকবে। বিশেষ করে করোনা যোদ্ধা এবং বহু স্বেচ্ছাসেবক থাকছে নিজ উদ্যোগে। এছাড়া ৫ টি অ্যাম্বুলেন্স থাকবে এখানকার জন্য। একটি হেল্পলাইন নাম্বার চালু করা হয়েছে। সেই নাম্বারে ফোন করলে এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্স গিয়ে রুগীর বাড়ি থেকে নিয়ে চলে আসবে। হেল্পলাইন নাম্বারটি বিভিন্ন থানা , হাসপাতাল , পুরসভার অফিসে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোতে থাকবে বলে জানান মহাকুমা শাসক। এদিন কোভিড সেভ হোম উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শান্তনু সেন , ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের সিএমওএইচ সহ বিভিন্ন আধিকারিকগণ।

জাতীয় সড়কে ধস, বন্ধ চলাচল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : আবার ধস নামল জাতীয় সড়কে।এক বছর পর আবার ফাটল রাস্তায়। বন্ধ হয়ে গেলো মেরামতের কাজ। বন্ধ করে দেওয়া হলো যান চলাচল । ঘটনাটি ঘটেছে ১১৭ নং জাতীয় সড়কের ডায়মন্ড হারবার জেটিঘাটের কাছে। হুগলি নদীর পাড় সৌন্দর্যায়নের জন্য কাজ চলাকালীন রাস্তার মাঝে ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় তা। কিছুদিন পর থেকে আবার ডায়মন্ড হারবার জেটিঘাটের কাছ থেকে নদী বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়। বর্ষার আগে জেটি ঘাট থেকে মুক্তাঙ্গন পর্যন্ত নদী মেরামতের কাজ চলতে থাকে যাতে নদী বাঁধে না ধস নামে। কাজ চলাকালীন রবিবার রাতে আবার ধস নামে ডায়মন্ডহারবার জেটিঘাটের কাছে। যেখানে ঠিক এক বছর আগে ধস নেমে রাস্তায় ফাটল দেখা দিয়েছিলো। রাস্তা ফাটলের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। হঠাৎ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য সমস্যায় পড়তে হয় পথ চলতি মানুষদের। সোমবার রাস্তার ফাটল পরিদর্শনে আসেন ডায়মন্ডহারবার মহকুমাশাসক সুকান্ত সাহা এবং ডায়মন্ড হারবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শান্তনু সেন সহ বিভিন্ন আধিকারিকরা। রাস্তা এবং নদীর বাঁধ পুনরায় ফাটল ধরার বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের কাছে কোনও কথা বলতে চায়নি আধিকারিকরা।

বাবা অসুস্থ, গৃহশিক্ষকতা করে মাধ্যমিকে ৬৪৫

অভীক মিত্র : বাবা অসুস্থ বিছানায় শুয়ে থাকে । গৃহশিক্ষকতা করে সংসার চালিয়ে চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে ৬৪৫ নম্বর পেয়ে নজর কাড়লো কানাইকুমার সিং । আদিবাড়ি বিহার রাজ্যের একটি গ্রামে । প্রায় বারো বছরের বেশি সময় ধরে চিনপাই গ্রামে

ভাড়াবাড়িতে থাকে কানাইয়ের পরিবার । গত ১৮ জুলাই সকালে কানাইকুমার সিং–র ভাড়াবাড়িতে গিয়ে দেখলাম, বাবা অনিল সিং অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে । বিজ্ঞান শাখায় পড়ে কানাই ‘এথিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ হতে চায় । ভাই অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র । কোনো সহৃদয় ব্যাক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হলে কানাই ভবিষ্যতে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারবে বলে জানায় মা নীতু দেবী । হাই মাদ্রাসার মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৬০ নম্বর পেয়ে রাজ্যে ষষ্ঠ স্থানাধিকার করলো খন্ডগ্রাম ডিএস হাই মাদ্রাসার ছাত্র জগন্নাথ দাস । ১৬ জুলাই এসএফআই জেলা সম্পাদক ওয়াসিফ ইকবালের নেতৃত্বে সংবর্ধনা দেওয়া হয় জগন্নাথকে । বিপ্রটিকুরি উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিকে ৬০৪ নম্বর পাওয়া অনুসূয়া পালকে বাড়িতে গিয়ে ২০ জুলাই সংবর্ধনা দিলো ‘জয়দুর্গা রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি’ ছবিতে – মায়ের সঙ্গে বাড়ির গ্রিলের দরজায় কানাইকুমার সিং

জখম ৪ বিজেপি নেতানেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বিজেপির উপর তৃণমূল দুষ্কৃতীদের হামলার অভিযোগ উঠলো। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন চারজন বিজেপি নেতানেত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকা।

উল্লেখ্য, ২০ মে সুপার সাইক্লোন আম্ফান ঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সমগ্র সুন্দরবন। আম্ফানের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলোর জন্য রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি এককালীন কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন। সেই টাকা আত্মসাৎ ও স্বজনপোষণের একাধিক অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে। আম্ফান ক্ষতিপূরণ নিয়ে শাসকদলের দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বাসন্তী বিডিও অফিসে স্মারকলিপি জমা দেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার বিজেপি নেতৃত্ব। অভিযোগ বিডিও অফিস থেকে

স্মারকলিপি জমা দিয়ে বেরিয়ে আসার পর বেশকিছু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী বিজেপি নেতানেত্রীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালিয়ে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় মোহন দাস,ঝুমা ঘোষ,শ্রীমন্ত হালদার,সুস্মিতা হাজরা নামে চারজন বিজেপি নেতানেত্রী গুরুতর জখম হয়। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় অন্যান্য বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এবিষয়েও বাসন্তী থানায় স্থানীয় আটজন তৃণমূল কর্মী সমর্থকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। অভিযোগের ভিত্তিতে বাসন্তী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত ঘটনায় অভিযুক্তদের আটক কিংবা গ্রেফতার করতে পারেনি বাসন্তী থানার পুলিশ।

সুপার সাইক্লোন আম্ফান দুর্নীতি নিয়ে তদন্তের দাবিতে এবং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সেই দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার বিজেপি সম্পাদক সঞ্জয় নায়েকের নেতৃত্বে বাসন্তী ব্লকের চার মন্ডল সভাপতি, সহ মন্ডলের পর্যবেক্ষক,জেলার যুবনেতা অসিত মন্ডল ও বিশিষ্ট বিজেপি কার্যকর্তা মোহন দাস সহ এক বিশেষ প্রতিনিধি দল বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা কে স্মারকলিপি জমা দেয়। অভিযোগ ফেরার পথেই তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় বিজেপি নেতানেত্রীরা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্বজেলার বিজেপি সম্পাদক তথা বাসন্তী বিধানসভার পর্যবেক্ষক সঞ্জয় কুমার নায়েক বলেন, সুপার সাইক্লোন আম্ফান নিয়ে শাসকদলের ছোট বড় মাঝারি সহ সকল নেতানেত্রীরা কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করেছে। আর সেই সমস্ত দুর্নীতি ধরা পড়ে গিয়েছে। ঘটনায় প্রতিবাদ করার জন্য শাসকদলের গুন্ডা বাহিনী পৈশাচিক আক্রমণ চালিয়েছে। ঘটনায় চারজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছে।

যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, করোনার দাপটে জর্জরিত বাসন্তী ব্লক এলাকা। লকডাউনও চলছে। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই বললেই চলে। সেখানে বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা!এটা হাস্যকর ব্যাপার। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যা অপ্রচার করে ফায়দা তুলতে চাইছে।

শান্তি ফেরাতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৪ ও ১৯ শে জুলাই কুলতলির মৈপীঠে রাজনৈতিক সংঘর্ষের পর থেকে এলাকার মানুষ গভীর সংকটে।করোনার কারণে এমনিতেই নিয়ে গেলে তা গ্রহণ করছে না মৈপীঠ উপকূল থানা। তাই এলাকায় শান্তি ফেরানো, মৈপীঠে রাজনৈতিক সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সরকারি সাহায্য ও চাকরি দেওয়া, এলাকার

সাধারণ অসহায় মানুষের জীবন জীবিকা সংকটে। তাঁর উপর এই রাজনৈতিক সংঘর্ষের পর থেকে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বেড়েছে।আক্রান্তরা আতংকে দিশেহারা। স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করতে পারছে না। কোনো অভিযোগ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সহ ৬ দফা দাবির ভিত্তিতে বুধবার দুপুরে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার ও বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসে ডেপুটেশন দিলো এপিডিআর এর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শাখার প্রতিনিধিরা।

ম্যানগ্রোভ বসাবে বেসরকারি সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমফানে প্রচুর ম্যানগ্রোভ নষ্ট হয়ে গেছে সুন্দরবনে। আর তাই সরকারের পাশাপাশি সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভের চারা বসাতে এগিয়ে এলো এক বেসরকারি সংস্থা। সুন্দরবন ফাউন্ডেশন সংস্থার উদ্যোগে এক লাখ ম্যানগ্রোভের চারা বসানোর কাজ চলছে এখন সুন্দরবনে।এই সংস্থার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত মন্ডল জানালেন,আপাতত গোসাবার বালি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যা জঙ্গলের কাছে বিদ্যাধরীর চরে এক লাখ ম্যানগ্রোভের চারা লাগানোর ব্যবস্থা করেছি। ইতিমধ্যে ৪০–৪৫ হাজার চারা বসানো হয়ে গেছে। এই কাজে গ্রামের মহিলাদের মজুরির ভিত্তিতে কাজে লাগানো হয়েছে। গ্রামের ২৫–৩০ জন মহিলাকে দৈনিক ১৫০ টাকা করে মজুরি দিয়ে এই গাছ লাগানো হচ্ছে। এতে যেমন গ্রামের মহিলাদের একাধারে

রুজি–রোজগার হচ্ছে, অন্যদিকে সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ দ্রুত হচ্ছ। প্রসেনজিতের এই কাজে খুশি খোদ প্রশাসনিক আধিকারিক। কয়েকদিন আগে সরকারি উদ্যোগে গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র নিজ হাতে ম্যানগ্রোভের চারা বসিয়েছেন। তিনি বলেন,সুন্দরবনকে বাঁচাতে এই ভাবে সবাই কে এগিয়ে আসতে হবে। ম্যানগ্রোভের চারা বসাতে হবে আরো বেশি বেশি করে। কারণ, ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ নদীর বাঁধকে ভাঙনের মুখ থেকে রক্ষা করবে।রক্ষা করবে সুন্দরবনকে।

আইনজীবীর অকাল প্রয়াণ

নিজস্ব প্রতিনিধি –প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাংবাদিক কুতুবুদ্দিন সেখ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল (৪৩)। বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাংবাদিক কুতুবুদ্দিন সেখ এর অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ক্যানিংয়ের ঘুঁটিয়ারী শরীফ এলাকা।বুধবার আচমকা শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বিশিষ্ট এই আইনজীবী তথা সাংবাদিকের।২০০৬ সালের প্রথম দিকে তিনি বিভিন্ন সাপ্তাহিক

এবং পাক্ষিক এমন কি দৈনিক পত্রিকার একজন খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী কালে সাংবাদিকতা পেশা কে পরিত্যাগ করে আইনজীবীর কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ক্যানিং এবং আলিপুর আদালতে বিভিন্ন মামলায় পারদর্শীতার সাথে নিজের জাত বুঝিয়েছিলেন। তিনি যে কোনও কাজ একনিষ্ঠ ভাবেই একাগ্রতার সাথে সম্পন্ন করতেন। তিনি সকলের স্নেহভাজন হওয়ায় সকলের কাছে কুতুব ’দা হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

অজানা রোগে মৃত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি :২০ জুলাই দুপুরে রামপুরহাট মেডিক্যাল হাসপাতালে মারা যায় নুরজাহান খাতুন (৬) । এর আগে গত বারো দিনে অজানা রোগে দুই শিশু এবং এক নাবালকের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মাড়গ্রাম–১নং গ্রামপঞ্চায়েতের এঁটেলপাড়ায় । হঠাৎ পেটে ব্যাথা হওয়ার পর পাঁচ ছবার বমি। তারপর নিস্তেজ হয়ে পড়ছে । শিশুদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের পরিবার । ১৩১জনের লালারসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে । ১৯ জুলাই বিডিও,বিএমওএইচ,স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকায় যান

বীরভূমে বৃক্ষরোপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ জুলাই ‘কাজরী’ উদ্যোগে চাঙ্গুরিয়া শান্তিপুর আশ্রমে ৫০টি পেয়ারা চারা রোপন করা হলো । ১৫ জুলাই সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে ‘শামিয়ানা’ প্রকল্পের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন করা হলো । সিউড়ি বিধানসভা ও খয়রাশোল ব্লক পর্যবেক্ষক

বিকাশ রায়চৌধুরী,তৃণমূল মহিলা জেলা সভানেত্রী সাহারা মন্ডল, সিউড়ি শহর মহিলা সভানেত্রী মনিদীপা মুখার্জী সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন । ৮ ও ৯ জুলাই মিড–ডে– মিলে চাল,আলু,মুসুরির ডাল, অ্যাক্টিভিটি টা‘,স্যানিটাইজারের সঙ্গে অভিভাবকদের হাতে অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ‘কাজরী’র উদ্যোগে চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি করে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় ।

মৃত্যু মৎস্যজীবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত মাসের পর আবার সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মারা গেলেন এক মৎস্যজীবী। কুলতলির ৫ নং কৈখালীর বাসিন্দা প্রফুল্ল সরদার (৬০) গত বৃহস্পতিবার হাসেম ফকির ও বুদ্ধ নস্করকে সাথে নিয়ে কৈখালীর ঘাট থেকে কাঁকড়া ধরতে সুন্দরবনের দো–বাঁকির জঙ্গল সংলগ্ন খাঁড়িতে যায়। শনিবার সকালের জোয়ারের সময় পিছন থেকে বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রফুল্ল কে জঙ্গলের ভেতর নিয়ে যায়। খবর পেয়ে এলাকার লোকজন জঙ্গলে গিয়ে বাঘের হাত থেকে প্রফুল্লর দেহ উদ্ধার করলে ও ততক্ষণে মাথা ও ডান হাত খেয়ে ফেলেছে বাঘ। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শনিবার সন্ধ্যায় মৃতদেহ টি নৌকায় করে নিয়ে আসা হয়েছে। এলাকায় গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বন দফতরের কর্মীরা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেল । তবে বিকল্প কর্মসংস্থান না হলে সুন্দরবনের জঙ্গলমুখী মৎস্যজীবীদের আটকানো যাবে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞদের ।

ম্যানগ্রোভ বসালেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিনিধি – আমফান কাটিয়ে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে সুন্দরবন। আর এই সুন্দরবনের ভাঙন আটকাতে রাজ্য সরকার ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করেছে। ১৪ ই জুলাই বনমহোৎসবে জেলা শাসক পি উলগানাথন বাসন্তীর

ঝড়খালিতে নিজের হাতে ম্যানগ্রোভের চারা লাগিয়ে এই প্রকল্পের সূচনা করেছেন। তাঁর পর থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকায় এই গাছ লাগানোর কাজ চলছে। শনিবার গোসাবার বিডিও ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই কাজ হয়ে গেল গোসাবায়। গোসাবার বিডিও সৌরভ মিত্র নিজে হাতে নদীর ধারে এই গাছ বসান।১০০ দিনের কাজের মধ্যে দিয়ে এই গাছ লাগানোর কাজ চলছে বলে জানা গেল।

পুকুর থেকে উদ্ধার শাল

নিজস্ব প্রতিনিধি – দক্ষিণবঙ্গে সরকারিভাবে বর্ষা ঢুকে গেছে অনেক আগেই। গ্রামবাংলার পুকুর–ডোবাগুলো কমবেশি জলমগ্ন। সোমবার রাতে জয়নগর

মজিলপুর পুরসভার ব্যানার্জি পাড়ার একটি পুকুর থেকে ধরা পড়ে বিলুপ্ত প্রজাতির প্রায় সাত কেজি ওজনের একটি শাল মাছ। মাছটি ধরেন সঞ্জয় রায় নামে স্থানীয় এক যুবক। শাল মাছের বৈজ্ঞানিক নাম চান্না মারুলুস। সারা পৃথিবীতে প্রায় ২৫ রকমের শাল মাছ দেখা যায়। যাকে আবার অনেকে স্নেক হেড ফিশও বলে থাকে। জয়নগর থেকে এদিন যে প্রজাতিটি ধরা পড়েছে সেটি মূলত চান্না ওউরিটিমেকুলেটা প্রজাতির। এ টি এতই বড়ো যে মাছটিকে দেখতে স্থানীয় মানুষজনের ভীড় জড়ো হয়ে যায়। ভারতে পাওয়া যায় মূলত দু থেকে তিন রকমের প্রজাতি। সম্প্রতি কেরলের একটি পুকুর থেকে শাল মাছের একটি বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি উদ্ধার হওয়ার পরে এলাকায় ছড়ায় চাঞ্চল্য। আর জয়নগরের পুকুর থেকে উদ্ধার হওয়া মাছটিকে দেখতে কৌতূহলি মানুষের সংখ্যা প্রচুর ছিলো।

অ্যাকচুয়াল লড়াই

প্রথম পাতার পর

কিন্তু, সেটা অভিষেকের তুলনায় খুবই কম বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এছাড়াও জেলায় জেলায় যে কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছে তাতেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় থেকেছে। অভিষেকের এই গুরুত্ব বৃদ্ধিকে বিজেপি নিজের মতো করে গুটি সাজানোয় ব্যবহার করছে। সেক্ষেত্রে বরাবরের মতো শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি নরম মনোভাব বজায় থাকছে পদ্ম শিবিরের পক্ষে। অনেকটা অসম বা ত্রিপুরা দখলের মডেল এক্ষেত্রে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি। অমিত শাহের সঙ্গে সপ্তাহব্যাপী বৈঠক করার জন্য দলের ১৮ জন সাংসদ এবং জেলা সভাপতিরা ইতিমধ্যে দিল্লিতে ঘাঁটি গেড়েছেন। বঙ্গ জয়ের অভিপ্রায়ে রাজ্য বিজেপি কি কি তাস ব্যবহার করবে সেটা চেনানোর পালাই চলছে এখন। এরমধ্যে শুভেন্দু তথা বিক্ষুব্ধ ও পুরনো তৃণমূলীদের কাজে লাগানো নিঃসন্দেহে একটা গেম প্ল্যান। এর পাশাপাশি কং–বামের যে তৃতীয় জোটকে দূরবীন দিয়ে দেখতে হচ্ছে তাদের শিবিরের সমথর্কদেরও তৃণমূল হঠানোয় পাশে পেতে মরিয়া কমল বাহিনী। এরসঙ্গে কাটমানি, কোভিড ও আম্ফান দুর্নীতি, বিজেপি বিধায়ক সহ অগণিত বিরোধী নেতা ও সমর্থকদের শাসকের হাতে খুন ও জখম হওয়া সংক্রান্ত সন্ত্রাসের রাজনীতিকেও সামনের সারিতে আনতে চাইছে বিজেপি। এসব কিছুই পাখি পড়ার মতো দলীয় নেতাদের বুঝিয়ে দিতে চলেছে দিল্লি। মূল কথা ২১ এর বিধানসভা নির্বাচন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখকে সামনে রেখে হবে না, স্থানীয় ইস্যু প্রাধান্য পাবে সেটাও রাজ্য নেতাদের ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিচ্ছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল একটা দিক থেকে নিশ্চিত যে তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী মুখ জ্বলজ্বল করছে। এদিক থেকে রাজ্য বিজেপি যে অনেকটাই পিছিয়ে তা নিয়েও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওয়াকিবহাল। সেজন্য মাঝেমধ্যেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো বেশ কিছু নাম ভেসে উঠছে রাজনৈতিক মহলে। এতে সুকৌশলে বিজেপিই হয়তো হাওয়া দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। সবমিলিয়ে কোভিডের মুখোশের বাজারে মুখ নিয়েও রহস্য জমে ওঠার আশা ক্রমেই প্রবল হচ্ছে।

বাঁচতে ভরসা প্রাকৃতিক উপাদান

প্রথম পাতার পর

ভাইরাসের উপদ্রবকে বিনষ্ট করার জন্য খাদ্যাভ্যাসেও কিছু পরিবর্তন আনা আবশ্যক। পাকা পেঁপে, টোমাটো, শশা, গাজর খাওয়া প্রয়োজন। এছাড়া, কমলালেবু, পাতিলেবু, মোসাম্বি, বাতাবিলেবু, পেয়ারা, তরমুজ, মুগছোলা, লেটুস শাক খেলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। সকালে ৫/৬টি আমন্ড বাদাম খালি পেটে খেলে মানসিক ও শারীরিক শক্তি এবং আত্মপ্রত্যয় বেড়ে যায়। এর ফলে, বাইরে থেকে আসা কোনও জীবাণু আমাদের শরীরে সহজে ঢুকতে পারে না। ক্রিয়াযোগ, হঠযোগ, ধ্যান — এগুলি যেন প্রত্যহ করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, সকালের দিকে নেতিক্রিয়া এবং তুলসী, পিপারমিন্ট ও ইউক্যালিপ্টাস তেল সহযোগে নাসারন্ধ্রের সাহায্যে বাষ্প গ্রহণ অনেকটাই মানুষকে সংক্রমণ থেকে মুক্ত রাখে। আয়ুর্বেদে গিলয় গাছের কথা বলা হয়েছে। এই গিলয় গাছের মাহাত্ম্য পূরাণে বর্ণিত আছে। দেবতা ও অসুরদের সমুদ্র মন্থনে অমৃত উত্থিত হওয়ার সময় সমুদ্রে গিলয় বা গুলঞ্চ নামক গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গিলয় গাছের রস পান করলে শরীরের মধ্যে এক বিশেষ শক্তি অনুভূত হয় যা কিনা শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে সুস্থ—সজীব রাখার চেষ্টা করে। এই গাছের রস প্রত্যহ প্রাতে খালি পেটে পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে যে কোনও ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে মানুষ নিস্তার পেতে পারে। কাশি হলে আদা থেতো করে চিবিয়ে খান। মধু, আদা, লবঙ্গ, দারচিনি ও হলুদ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেও শুকনো কাশিতে উপকার পাওয়া যায়। আরও একটি উল্লেখযোগ্য গাছের কথা বলা দরকার — তা হল অর্জুন গাছ। এই গাছের ছালের রস সকালে পান করলে মানুষের শরীরের রক্ত প্রবাহ শক্তি, ফুসফুসের সুস্থতা, হার্টের ভাল্বের সচলতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, আমাদের হাতের কাছেই পাওয়া যায় আদা, তুলসী পাতা। এই আদা, তুলসীর ব্যবহারও দেহের পক্ষ খুবই উপকারী। খাওয়া—দাওয়ার পূর্বে আদা কুচি চিবিয়ে খেলে মানুষের দীপ্তি বৃদ্ধি পায়, রুচি আসে এবং জিহ্বা ও কণ্ঠ শোধিত হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে যায়। আবার তুলসীপাতার রস ও গোলমরিচ মিশিয়ে খেলে কফ ও বায়ু নাশ হয়, শ্বাস—প্রশ্বাসের গুণ বাড়ে।

আয়ুর্বেদ গ্রন্থ ‘চরকসংহিতা’য় ফলের মধ্যে আমলকিকেই শ্রেষ্ঠ ফল বলা হয়েছে। আমলকির রস খেলে প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পায়। অধিক কাশি হলে আমলকি পাতার রসের সাথে জষ্ঠিমধু মিশিয়ে জল দিয়ে খেলে বিশেষ উপকার হয়। আমলকি, হরিতকি, জষ্ঠিমধু, কন্টিকারী, বাসক ছাল একসঙ্গে থেতো করে গরম জলে ভিজিয়ে সকালে একটানা সাতদিন ঈষদুষ্ণ গরম জলে খেলে করোনা ভাইরাসের মতোই অন্যান্য বিপজ্জনক জীবাণু শরীরের মধ্যে স্থিত হতে পারে না। আমলকির রস প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ গরম জল সহযোগে পান করলে মধুমেহ রোগ বহুলাংশে কমে যায় তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়, যার ফলে করোনার মতো জীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। বেল পাতার রস প্রত্যহ খালি পেটে মিছরি বা মধু সহযোগে পান করলে কফ ও জ্বরকে নিঃশেষ করে দিতে পারে।

আশা করি এই অতিমারীর সময়ে বর্তমান হতাশা থেকে উঠে আসবে অন্য এক ভবিষ্যৎ যা কিনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। ভারতবর্ষ করোনা মুক্ত হবে এই আশা নিয়ে প্রত্যহ উপরোক্ত উপায়ে আয়ুর্বেদ চর্চা করলে মানুষজন অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন বলে আশা করা যায়। পরিশেষে, কবির কথায় বলতে চাই — মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই নিবন্ধে প্রকাশিত বক্তব্য একান্তভাবে লেখকের ব্যক্তিগত।

প্রস্তুত জনগণ

প্রথম পাতার পর

মানুষের বক্তব্য, রাজ্য সরকার যদি প্রথম থেকে এই ধরনের লকডাউন করত তাহলে করোনার দাপট এত বাড়ত না।

আবার অনেকে বলেছেন, পুলিশকে এই কঠোর মনোভাব দেখাতে হবে। কেউ কেউ বলেছেন, সপ্তাহে দুদিন লকডাউন না করে, টানা সাতদিন কিম্বা চোদ্দ দিন লকডাউন করা হোক, তবে করোনার সংক্রমণ কমবে। আমরা ২৩ জুলাই গ্রাম থেকে শহর নানা প্রান্তে ঘুরে একটা বিষয় বুঝেছি যে, মানুষ মনে মনে প্রস্তুত দীর্ঘ এবং কড়া লকডাউনের জন্য। কারণ, যেভাবে সংক্রমণ বাড়ছে, তাতে মানুষ উদ্বিগ্ন। এর সঙ্গে আরও একটা সমস্যা হল কোভিড আক্রান্তেরা এখন হাসপাতালে বেড পেতেও নাজেহাল হচ্ছেন। আগামী সোমবার রাজ্য সরকার কি ঘোষণা করেন সেদিকেই তাকিয়ে আছে জনগণ।

একুশের সাফল্য ফিকে ডোমজুড়ে

প্রথম পাতার পর

সারাদিন খাটাখাটনি ও সামাজিক দূরত্বের রিস্ক নিয়ে সভায় জড়ো হওয়ার পর এমন স্বস্তির একুশে জুলাইতে মনটা যখন খোলা হাওয়ার মতো ফুরফুরে হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, উৎসবের জন্য উড়ুউড়ু করছে তখন হাওড়ার ডোমডুড়ের দত্ত পরিবার যেন জল ঢেলে দিয়ে গেল সবকিছুতে। বঙ্গবাসী হিসাবে সাফল্যের নেশাটা কাটিয়ে দিয়ে গেল মাকড়দহের বিশ্বাসপাড়ার শৈবাল দত্তের আবেদনপত্রটা। হৃদরোগগ্রস্ত বাবা, কিডনির অসুখে আক্রান্ত মা, মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে, পড়াতে না পারা পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে নাজেহাল এবং কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের কাছে পৈতৃক ভিটে হারিয়ে বিধ্বস্ত শৈবাল স্থির করেছেন পরিবারের সকলকে নিয়ে আত্মহত্যাই তাঁর মুক্তির একমাত্র পথ। এজন্য প্রশাসনের অনুমতি চেয়েছেন তিনি। ঘোর কেটে যায় বঙ্গবাসীর। সংশয় ঘনীভূত হয়। কয়েক ঘন্টা আগে মুখ্যমন্ত্রীর গাওয়া সাফল্যগীতি না শৈবালবাবুর চিঠির বয়ান! কোনটা বাস্তব? প্রশ্ন জাগে, যে রাজ্যে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্মান সব ফ্রি পাওয়া যায় সেখানে শৈবাল বাবুরা সপরিবারে মরতে চান কেন? তবে কি সরকারি নির্দেশ আর অভিজ্ঞতার মাঝে বিস্তর ফারাক রয়েছে?

উত্তরে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সমাজবিদরা বলেছেন সুযোগ–সুবিধা সবটাই আছে। কিন্তু সবাই কি তা পায়? কারোর কাছে সেসব পাথরের মূর্তির মতো স্থবির। আবার কারোর কাছে তা সাক্ষাৎ জাগ্রত। আসলে ডাকার তারতম্য। কিভাবে ডাকলে রাজনৈতিক নেতারা বা প্রশাসন জাগ্রত হবে তা সকলের জানা নেই। তারতম্য ঘটে যাচ্ছে সেখানেই। দলীয় গণতন্ত্রে এ এক বিষম মায়া। আর এই মায়ার ত্র্যহস্পর্শে কেউ মঞ্চে সাফল্য গায়, কেউ আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এটাই কি আমাদের ভবিতব্য?

সরকারি স্কুলের পড়াশুনার মান কী তলানিতে?

বরুণ মণ্ডল : প্রসঙ্গত গত বেশ কয়েক বছরের মতো এবারও মূল কলকাতা ও তার সংযুক্ত মহানগরের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও স্কুল থেকে কোনও ছাত্রছাত্রী প্রথম দশে থাকা ৮৪ জনের মেধা তালিকায় ঠাঁই পেল না।

গত ১৫ জুলাই সকাল ১০টার সামান্য কিছু পর 'ভার্চুয়াল' পদ্ধতিতে ২০২০-র মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের সম্পূর্ণ 'স্ট্যাটিস্টিকস' পাঠ করা শেষ করার সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অধ্যাপক কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতি 'ভার্চুয়াল পদ্ধতিতেই এক ইলেকট্রনিক মিডিয়াম সাংবাদিকের প্রশ্ন ২০২০-র 'প্রভিশনাল মেরিট লিস্টে' প্রথম ১০টি স্থানে যে ৮৪ জনের নাম আছে তাতে কলকাতার একটিও নাম নেই কেন? অর্থাৎ প্রথম ১০টি স্থানে রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলার ছাত্রছাত্রীদের নাম আছে। বাদ কলকাতা জেলা। দমদম উত্তর ২৪ পরগনার নামও পর্যন্ত রয়েছে। গত কয়েকবছর যাবৎ মাধ্যমিকের মেধা তালিকায় কেন কলকাতা শূন্য পাচ্ছে? উত্তরে কল্যাণবাবু বলেন, এই প্রশ্নটা আপনারা, সাংবাদিকরা প্রত্যেক বছরেই করেন। 'টোটাল স্ট্যাটিসটিকস' প্রত্যেক বছর আপনাদের হাতে তুলে দেওয়া তো হয়। এই সমস্ত প্রশ্নগুলি করার আগে এই 'স্ট্যাটিসটিকস' গুলি নিয়ে আপনারা একটু পড়াশুনা করুন। পড়াশুনা না করে কেন যে এমন প্রশ্ন আপনারা আমাকে করেন। আমি একটু অবাক হই! তিনি উচ্চস্বরে বলেন, কী কারণের জন্য কলকাতার ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পাচ্ছে না। সেটা নিয়ে আপনারা দেখুন। সারা বছর যাবৎ এই বিষয় দীর্ঘ গবেষণা করুন। আর এই গবেষণা করার মতো সমস্ত 'স্ট্যাটিস্টিকস' প্রতি বছর আপনাদের হাতে তো আমরা তুলে দিই। সেসব দেখুন। একটু পড়াশোনা বাড়ান। সভাপতির উদ্দেশ্যে আমজনতার প্রশ্নের প্রতিরূপে আরেক সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির প্রশ্ন, কলকাতা জেলার মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা কী বেসরকারি কেন্দ্রীয় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে চলে যাচ্ছে? এই প্রবণতা কী ধীরে ধীরে আরও বাড়ছে? যে কারণে কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা 'মেরিট লিস্টে' স্থান পাচ্ছে না?

কল্যাণবাবু উত্তরে বলেন, আমার কাজ সারা রাজ্যটাকে নিয়ে। আমি কোনও একটা পার্টিকুলার জায়গাকে নিয়ে কাজ করি না। আপনারা স্ট্যাটিসটিকসে দেখবেন অনেক ছাত্রছাত্রী আছে, যারা কলকাতার আশেপাশের জেলার স্কুলে পড়ে। তারা কিন্তু কলকাতার বাসিন্দা। অভিভাবক অভিভাবিকারা স্কুল দেখে নেয়। কার ছেলেমেয়ে কোনও স্কুলে পড়বে, তার ছেলেমেয়ের পক্ষে উপযুক্ত হবে। কলকাতার অনেক অভিভাবক অভিভাবিকারা স্কুল দেখে নেয়। কার ছেলেমেয়ে কোন স্কুলে পড়া, তার ছেলেমেয়ের পক্ষে উপযুক্ত হবে। কলকাতার অনেক অভিভাবক অভিভাবিকা আছে, পুরুলিয়া জেলার ওই ভালো স্কুল আছে, ওখানে 'স্কুল বোর্ডিং' আছে ওখানে নিজ সন্তানকে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকেই তো তারা 'মেরিট লিস্টে' স্থান পাচ্ছে। তাহলে কী করে

বলবো কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা 'মেরিট লিস্টে' আসতে পারছে না? বলে কল্যাণবাবু প্রশ্ন তোলেন সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে। প্রতি প্রশ্নে, এরকম আর ক'টা আছে? যে কলকাতার ছাত্রছাত্রীরা জেলার স্কুলে পড়তে যাচ্ছে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণবাবু বলেন, সেটা আপনারা দিয়ে দেওয়া, 'মেরিট লিস্টে' দেখতে পেয়ে যাবেন। প্রসঙ্গত, প্রথম ১০টি স্থানের ৮৪ জনের 'মেরিট লিস্টে'র দশম স্থানাধিকারী সল্টলেকের 'শ্যামলী আবাসনে'র বাসিন্দা সায়ন বিশ্বাস 'পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ' থেকে মাধ্যমিকে এই স্থান করে।

এদিকে, এবারের প্রথম ১০টি স্থানে ৮৪ জনের 'মেরিট লিস্টটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই লিস্টে রাজ্যে পাশের হারে ১৪তম স্থানে থাকা বাঁকুড়া জেলার ছাত্র-ছাত্রী আছে ১৪ জন। অথচ এই জেলা থেকে এবার পাশের হার ৭৭.৯২ শতাংশ। অপরদিকে রাজ্যে পাশের হারে ১১তম স্থানে থাকা পূর্ব বর্ধমান জেলার ছাত্রছাত্রী রয়েছে ১০ জন। এখানেও রাজ্যের তুলনায় পাশের হার ১.৭৩ শতাংশ কম। পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আটজন, মালদহ ও হুগলি থেকে সাতজন, বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে ছ'জন। সম্ভাব্য মেধা তালিকায় ১৯টি জেলা স্থান পেয়েছে। স্থান পেল না কেবল নদিয়া (পাশের হার ৮৫.৯৫ শতাংশ), আলিপুরদুয়ার (৬৯.৮৩ শতাংশ), কালিম্পং (পাশের হার ৮৫.৩২ শতাংশ) ও ঝাড়গ্রাম জেলা (পাশের হার ৮৬.৪৪ শতাংশ)। রাজ্যে পাশের হারে তৃতীয় স্থানে থাকা কলকাতা জেলার পাশের হার ৯১.০৭ শতাংশ। ছাত্রদের পাশের হার ৯২.১৯ শতাংশ এবং ছাত্রীদের পাশের হার ৯২.৪৫ শতাংশ। রাজ্যের তুলনায় পাশের হার ৪.৭৩ শতাংশ বেশি হওয়া সত্ত্বেও সম্ভাব্য মেধা তালিকায় কলকাতা জেলার কোনও ছাত্রছাত্রী স্থান পেল না। এদিকে উচ্চমাধ্যমিকের এবারের প্রকাশিত সামগ্রিক স্ট্যাটিসটিকসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাশের হারে ৯০ বা তার থেকে বেশি শতাংশ নম্বর পেয়েছে রাজ্যের যে ১১টি জেলা, তাতে ওই বাঁকুড়া জেলার নাম নেই। অথচ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অস্বীকৃত যে চার জনের নাম রয়েছে, তার মধ্যে দু'জন ওই বাঁকুড়া জেলার। একজন হুগলি জেলার এবং অপর একজন হলেন কলকাতা জেলার বেহালার বাসিন্দা।

এদিকে ৮৪ জনের মেধা তালিকায় মূল কলকাতার কারও নাম না থাকা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, হতে পারে বাম জমানায় ১৭ বছর সরকারি ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া একটা কারণ। আমরা আস্তে আস্তে কলকাতার শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখার পরিকাঠামোর বদল করছি। হয়তো ফল পেতে দেরি হবে। যদিও দক্ষিণ কলকাতার এক স্বনামধন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থবাবুর কলকাতা বিষয় এ যুক্তি শুনে হাসতে থাকেন। একজন শিক্ষামন্ত্রীর কলকাতার ছাত্রছাত্রী সম্পর্কে এই ধারণা। তিনি বলেন, মেধা তালিকায় কলকাতার পড়ুয়াদের না থাকা দুর্ভাগ্যজনক। কলকাতা শহরের মেধাবী পড়ুয়াদের আইসিএসই-সিবিএসই বোর্ডের দিকে ঝোঁক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা একটা কারণ হতে পারে।

পাঁচ বছরের মডেল প্রশ্নোত্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাণঘাতী ব্যাধি কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০-'২১ শিক্ষাবর্ষের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত বা ব্যাহত না হয়, সেজন্য উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতির কথা ভেবে সংসদ আরও একটি উদ্যোগ নিল। সংসদ সভানেত্রী ড. মহুয়া দাস জানান, সংসদের অ্যাকাডেমিক বিভাগের উদ্যোগে বিগত ২০১৬ থেকে ২০২০ এই পাঁচবছরের প্রশ্নসহ মডেল উত্তরের বই প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্র তা প্রকাশিত হবে। সেই সঙ্গে সংসদের পাঠক্রমে 'ভোকেশনাল সাবজেক্ট' হিসাবে 'অর্গানাইজড রিটেলিং' 'সিকিউরিটি', 'আইটি অ্যান্ড আইটিস', 'অটো মোবাইল' এবং 'হেল্‌থ কেয়ার'-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আনন্দের কথা এইসব ছাত্রছাত্রীদের 'প্লেসমেন্ট' ইতিমধ্যেই খুবই সন্তোষজনক।

এদিকে গত বছরের জুলাই থেকে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিশেষ প্রস্তুতি হিসাবে সংসদ 'ইন্টারফেস অল লাইন টিউশনে'র ব্যবস্থা করেছিল এবং এ বছর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত এই 'অনলাইন টিউশন' চলেছে।

কলকাতায় সর্বত্র এবার 'চলমান বাজার'

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং -লকডাউন ও আনলক পর্বে রাজ্যবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর সমস্যা সমাধানে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতরের অধীনস্থ 'কমপ্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন' কলকাতা মহানগরের বাসিন্দাদের দোরে দোরে হাজির করলো 'চলমান বাজার'। সম্প্রতি অরানুষ্ঠানিক ভাবে এই 'চলমান বাজার' গাড়িটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে পঞ্চায়েত দফতরের অধীনস্থ 'চলমান বাজার' গাড়িটি কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উত্তর

দক্ষিণ কলকাতাসহ সল্টলেক, রাজারহাট, নিউটাউন সর্বত্র দেখা মিলবে এই 'চলমান বাজার' গাড়ির। এই 'চলমান বাজার' একটি ভ্রাম্যমান গাড়ি হলেও এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পাওয়া যায়। 'কম্প্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনে'র সচিব সৌমজিৎ দাস জানান, 'কাঁচা সবজি থেকে মাছ-মাংস আর মুদিখানাও এই একটি গাড়িতে মিলবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, একানকার সমস্ত পণ্য নিজেদের ঘরে তৈরি করা। রাজ্যের সমস্ত পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে মহিলা কর্মীরা নিজেদের হাতে শস্য ফলাচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে হচ্ছে মাছের চাষ। সেই ফসল এবং মাছ এই 'চলমান বাজার' গাড়িতে পাওয়া যাচ্ছে। আর জিনিসপত্রের দাম বাজার থেকে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ কম।

অনেকদিন আগে থেকেই কলকাতার মধ্যে বিশেষ করে সল্টলেক, রাজারহাট, নিউটাউনের বিভিন্ন এলাকায় বয়স্ক বাসিন্দাদের কাছে ব্যাটারিচালিত ছোটো ছোটো ১০টি গাড়ি মারফৎ সবজি বাজার সরবরাহ শুরু হয়েছিল। এবার ফের লকডাউনের সম্ভাবনা তৈরি হতেই রাজ্যের পঞ্চায়েতের অধীনস্থ 'কমপ্রিহেন্সিভ এরিয়া ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন' আরও বড়ো বাজার এলাকা জুড়ে তাদের এই কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। সেই মতো কলকাতার সর্বত্র এই চলমান বাজার গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে কাঁচা সবজি, মাছ-মাংস থেকে মুদিখানা সবই ৯৭৩৫৯ ২৯৪১৩ নম্বরে ফোন করলেই মিলবে 'হোম ডেলিভারি'।

দিল্লির অবস্থা দেশের মধ্যে ভালো

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ প্রতিরোধে দিল্লি রাজ্যের অবস্থা দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালো। আজ দেশের হিসেবে কোভিড থেকে সুস্থতার হার যেখানে ৬৩.১৮ শতাংশ। সেখানে আজ কোভিড থেকে দিল্লিতে সুস্থতার হার ৮৫.২১%। অর্থা দেশে থেকে ২২.০৩% বেশি । এটা সম্ভব হয়েছে দিল্লিতে সংক্রমণ ছ।নোর ' সুপার স্প্রেডার ' দের ধরে ধরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত। এরা ছিলেন সমস্ত ধরনের আনাজ বিক্রেতা, দোকানদার ও অটো চালক, সরকারি- বেসরকারি বাসের চালক ও কনডাক্টর এই কোভিড উপসর্গহীনদের ধরে ধরে কোভিড পরীক্ষা করানো। দিল্লিতে জুনে যতো পরীক্ষা হতো, এখন তার

দ্বিগুণ পরীক্ষা হচ্ছে। সংক্রমিত এলাকায় ক।া নজরদারি ও পরীক্ষার সংখ্যা বা।ালেই নিশ্চিত রূপে কোভিড সংক্রমণ কমবে। এই নীতি দিল্লির মতো সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবেই চ।চ। করে চ।ানো কোভিড সংক্রমণকে রোখা সব রাজ্যে পক্ষে সম্ভব।

করোনা সামগ্রীতে উচ্চহারে জিএস টি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নোভেল করোনা ভাইরাসের (কোভিড - ১৯) সঙ্গে ল।াই করার অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ওপর উচ্চহারে জি এস টি বসাচ্ছে। যেমন - হ্যান্ড স্যানিটাইজারে ১৮% , পি পি ই কিটে ৫% - ১২% , জীবনদায়ী ভেন্টিলেটরে ১২% এবং মাস্ক ও গ্লাভসে ওপর ৫% জিএস টি। ওষুধও জি এস টি থেকে ছা। পায়নি। যার ৫০% হল সি জি এস টি আর ৫০% হল এস জি এস টি। এটা খুবই

অমানবিক কাজ এই সবের ওপর জিএস টি হার শূন্য বা খুবই কম হওয়া উচিত। কেন্দ্রীয় জি এস টি কমিটি অত্যাবশ্যকীয় সুরক্ষা পণ্যের ওপর চ।া হারে জি এস টি বসিয়েছে।

করোনা রুখতে গণহারে অ্যান্টিবডি টেস্টের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের ১১টা অঞ্চলকে চিহ্নিত করে অ্যান্টিবডি টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করল রাজ্য সরকার। অ্যান্টিবডি টেস্টে কোভিড ধরা পড়ে না। কিন্তু কারও শরীরে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি থেকে সেই এলাকায় করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি আন্দাজ পাওয়া যায়। যে এলাকায় অ্যান্টিবডি বেশি পজিটিভ পাওয়া যাবে, সেই এলাকা চিহ্নিত করে লকডাউন বা 'কন্টেনমেন্ট জোন' করতে পারে। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, এলাকাগুলির মধ্যে রয়েছে কলকাতা পুর এলাকা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ার একাধিক জায়গা। স্বাস্থ্য দফতরের প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী ৪৮ ঘন্টা আগেও রাজ্যের তিনটি জায়গায় গোষ্ঠী সংক্রমণের ইঙ্গিত মিলেছিল। ২২ জুলাই বুধবার সংখ্যাটা বেড়ে প্রায় চারগুণ। স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। আরও চিন্তার কারণ, সংক্রমিত অধিকাংশ এলাকা কলকাতা শহর বা তার সংলগ্ন অঞ্চল। হাওড়ার কয়েকটি ঘিঞ্জি এলাকায় গোষ্ঠী সংক্রমণের খবর মিলেছে। পুরসভার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণহারে লালারসের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার কাজ জোরদার ভাবে শুরু করতে চাইছে রাজ্য সরকার।

গত ২০ জুলাই সোমবার নবান্ন থেকে জানানো হয়, রাজ্যের কয়েকটি

এলাকায় কোভিড-১৯ গোষ্ঠী সংক্রমণের চেহারা নিয়েছে। পরে জানা যায়, গোষ্ঠী সংক্রমণের পরিধি দ্রুত বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট সব অঞ্চলে সার্ভে করার জন্য আইসিএমআর'কে অনুরোধ করেছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অজয় চক্রবর্তী বলেন, 'অ্যান্টিবডি টেস্ট' করে সহজ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাতে গোষ্ঠী সংক্রমণের আকার বোঝা যায়, সে ব্যাপারে আইসিএমআর'কে প্রস্তাব পাঠানো হচ্ছে।

নাইসেডে'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কলকাতা পুরসংস্থা তিনটি ওয়ার্ডে 'অ্যান্টিবডি টেস্ট' করে প্রায় দু'মাস আগে। তখন ধরা পড়েছিল, কলকাতা মহানগরের প্রায় ১৭ শতাংশ নাগরিকের মধ্যে কোভিড-১৯-এর ভাইরাসের প্রভাব স্পষ্ট। স্বাস্থ্য দফতরের ইঙ্গিত, উত্তর দমদমের নিমতা বা কলকাতার রাজাবাজার, মানিকতলা এবং দক্ষিণের মহেশতলার কয়েকটি ওয়ার্ড ও বারুইপুর ছাড়াও উত্তর শহরতলির বরাহনগর, দক্ষিণের রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার কয়েকটি ওয়ার্ড সংক্রমণের প্রাথমিক ইঙ্গিত মিলেছে। হাওড়া পুর এলাকাতেও দ্রুত ছড়াচ্ছে করোনার সংক্রমণ।

অপেক্ষার অবসান : আর দু'মাসেরও কম সময়ে মাঝেরহাট রেলওয়ে ওভার ব্রিজ চালু হয়ে যেতে পারে বলে আশা করছে নির্মাণকারী সংস্থা এস পি সিংলা কনস্ট্রাকশনসের কর্মকর্তারা। লকডাউনের পর দিনেরাতে এখন পুরোদমে কাজ হচ্ছে। তাদের দাবি, ব্রিজের কাজ প্রায় ৯০ শতাংশই শেষ। সেতুর মূল অংশ বা ভায়াডাক্ট তৈরি হয়ে গিয়েছে। রেললাইনের ওপরের অংশটুকুর কাজ চলছে। নির্মীয়মাণ এই ব্রিজটির মোট দৈর্ঘ্য ৬৩৬ মিটার। চার লেনের এই ব্রিজে যান পরিবহনের মাত্রা আগের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। মাঝেরহাট ব্রিজে পথচারীদের জন্য ব্রিজের নিউআলিপুরের দিকে থাকবে ফুটপাথ। এই ধরনের কেবল-স্টেইড সেতুর আয়ু অন্যান্য ধরনের সেতুর তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি।

ছবি ঃ অরুণ লোধ

জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের রদবদল

নিজস্ব প্রতিনিধি :মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য সমন্বয় কমিটি ও রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলির জেলা কমিটি ঘোষণা করলেন।২০২১ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন।আর এই নির্বাচনকে পাখির চোখ করে তৃণমূল কংগ্রেস কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়ল বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত। ২০১১ সালে রাজ্যের ৩৪ বছর বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে।

২৯৪ টি আসনের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস জোটে আসন পায় ২২৭ টি।তবে তৃণমূল কংগ্রেস একক ভাবে আসন পায় ১৮৪ টি। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস একা লড়াই করে।২৯৪ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস একক ভাবে ২১১ টি আসনে জয়লাভ করে। তবে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বড়সড় ধাক্কা খায় ঘাসফুল ব্রিগেড। ৪২ টি লোকসভা আসন নির্বাচনে বিজেপি পায় ১৮ টি,তৃণমূল কংগ্রেস ২২ টি কংগ্রেস ২ টি আসন।ফলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে শাসক দলের মধ্যে।

আগামী ২০২১ সালে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। নির্বাচন হলে কে সরকার গড়বে তা সময়ই বলে দেবে। তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জায়গা কেউ কাউকে ছাড়তে নারাজ।বিরোধী দল গুলিও মরিয়া।ভোট বাক্সে ভোট ভরাতে তারাও বিভিন্ন ইস্যুতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আন্দোলন শুরু করছেন। কখনও রেশন দুর্নীতি, কখনও আম্ফান দুর্নীর্তি,১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি সহ বিভিন্ন ইস্যু গুলি সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরছে বিরোধী দল গুলি।তাই কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। টার্গেট ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন।এবার ক্ষমতায় এলে হ্যাটট্রিক করবে তৃণমূল কংগ্রেস।এদিকে রাজ্যের ২৯৪ টি আসনের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির লক্ষ্য ১৮০ টি আসন।

ফলে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০২১ সালের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে সাংগঠনিক শক্তি কে আরও বেশি করে মজবুত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজ্য সমন্বয় কমিটি ও জেলা কমিটিতে ব্যাপক রদবদল ঘটালেন।২৪ পরগনার জেলার এআইটিসি জেলা কমিটি চেয়ারম্যান হলেন মথুরাপুর কেন্দ্রের তৃণমূলের সাংসদ চৌধুরী মোহন

জাটুয়া,তৃণমূলের জেলা সভাপতি হলেন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী। পাশাপাশি এই জেলার ৩ টি কো-অর্ডিনেটর পদে আনা হয়েছে ৩ জনকে। জেলার কো-অর্ডিনেটর -১ কাকদ্বীপ কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা, কো- অর্ডিনেটর -২ বিষ্ণুপুরের বিধায়ক দিলীপ মন্ডল, কো-অর্ডিনেটর-৩ পদে ক্যানিং-১ ব্লক যুব তৃণমূলের পরেশরাম দাস। জেলার কো- অর্ডিনেটর-৩ পরেশরাম দাসকে যেসব বিধানসভাগুলির সমন্বয়কারী হিসাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল ক্যানিং পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা,সোনারপুর উত্তর ও বিধানসভা, বারুইপুর পূর্ব ও পশ্চিম বিধানসভা, ভাঙর, জয়নগর, কুলতলি ও মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা।এদিকে জেলার কো-অর্ডিনেটর-১ পদে কাকদ্বীপে বিধায়ক তথা রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরাকে যেসব বিধানসভা গুলির সমন্বয়কারী হিসাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি অগ্নিগর্ভ বাসন্তী,গোসাবা, রায়দিঘী, কুলপি, পাথর প্রতিমা,মগরাহাট পশ্চিম, মন্দিরবাজার,সাগর,কাকদ্বীপ বিধানসভা গুলি।

অন্যদিকে, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকাত মোল্লা পুনরায় জেলা যুব সভাপতি পদে বহাল রয়েছেন।এদিকে ক্যানিং-১ ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পরেশরাম দাস তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির জেলা কো-অর্ডিনেটর-৩ পদ পাওয়ার পর মাতলা-২ অঞ্চলের কয়েকশো তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা সম্বর্ধনা জানায় পরেশরাম দাসকে।

মাধ্যমিকে ১১ রাখায়াজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবছরের মাধ্যমিকে গরিব ঘরের সন্তান রাজ্যের মধ্যে ১১ তম জায়গা করে নিয়েছে। সুন্দরবনের মথুরাপুর এক নম্বর ব্লকের অধীন কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলের দু:স্থ, গরিব, অসহায় পরিবারের রাখায়াজ মোল্লা

এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৮১ নম্বর(৯৭.৩০%) পেয়েছে। তার পিতা আলাউদ্দিন মোল্লা একজন দিনমজুর। মা গৃহবধূ ।একটি ছোট ভাই আছে। করোনা জনিত লকডাউন এবং আমফানের কারণে তার পিতা প্রায় কর্মহীন। আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁর পড়াশোনা প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পড়াশোনার ফাঁকে মার সাথে সেলাই এর কাজ ও ছাত্রছাত্রীদের পড়ায় সে। আমফানের পরে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িতেই আছে সে। সে আরও বড় হতে চায়। কিন্তু তার পড়াশোনার খরচ বহন করবে কে। তাই কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই ছেলেটির পাশে দাঁড়ালে তার পড়াশোনা এগোতে পারে। বর্তমানে সে কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুলে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়ে . পড়াশোনা চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক এবং ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। দিনমজুরের এই ছেলের স্বপ্ন সার্থক হবে যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান পরিবারের পাশে দাঁড়ায়। ফলাফল প্রকাশের পর তার ডাকাতিয়া গ্রামের বাড়িতে গিয়ে শুভকামনা জানিয়ে আসেন কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান বাপী হালদার, মথুরাপুর থানার ওসি গৌতম সাহা সহ আরো অনেকে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com